শুভদা

[চিত্র-নাট্যরূপ]

শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য

এস. বি. প্রোডাক্‌সন্‌স্
হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা—২৯

মুদ্রাকর—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, ১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা—[illegible]

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

নিজের বাড়ী থেকে গান করতে করতে সদানন্দ বা সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ওরফে সদাপাগলা গঙ্গার ঘাটে এসে পৌছিল।

প্রথমে সে বাড়ী থেকে বেরুলো। তার বাড়ী বেশ স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী; ধানের গোলা, ডালের মরাই, গুড়ের জালা, নারিকেলের ডাঁই থেকে আরম্ভ করে দু'একটা দুধালো গরু ও বাছুর, তাদের তদ্বির কারক একজন কৃষাণ। বেলগাছ, তুলসী মন্দির ও তার বুড়ি পিসীমা সবই আছে তার বাড়ীতে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদানন্দ যায় গ্রামের পথ দিয়ে। একদিকে ক্ষেতখামার অন্যদিকে রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে—

সে চলে যায় "হলুদপুর উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়" যেখানে শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে—তার পাশে "হলুদপুর ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস।"

গানমুখে সদানন্দ চলে ঘাটের দিকে--কলসী কাঁকে স্নানার্থিনীরা যাচ্ছে নদীর দিকে। কেউ বা ফিরে আসছে স্নান সেরে।

ভবতারণ গাঙ্গুলীর আটচালায় বুড়োরা তামাক খাচ্ছে। কাতুর বাড়ীর সম্মুখ। কাতু উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। হারাণ মুখুজ্যেদের জরাজীর্ণ বাড়ীর সামনে দিয়ে যায় সদানন্দ।

গরাদ ভাঙ্গা জানালা দিয়ে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে ললনা। হাত তুলে গান গাইতে গাইতে আশীর্ব্বাদ জানায় সদানন্দ। তার গান যেন আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভাঙ্গা শিবমন্দির। তার ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়েই শিবঠাকুরকে দেখা যায়।

সদানন্দ গান মুখে নিয়ে সেই মন্দিরের ভেতরে ঢোকে—দুদশটা ঝরা পাতা পরিষ্কার করে, একটা প্রণামও করে ঘণ্টা বাজিয়ে। সে চলে যায় স্নান ঘাটের দিকে।

স্নানঘাট—দুভাগে ভাগ করা—একটা দিকে স্নান করে মেয়েরা সেখানে ভিড়, অন্যটায় স্নান করে পুরুষরা সেখানে এক আধজন লোক।

মেয়েদের ঘাটে কেউ স্নান করছে, কেউ স্নান করে ফিরছে—কেউ জল আনতে যাচ্ছে—কেউবা জল নিয়ে ফিরছে।

সদানন্দর গান শুনে সকলেই তার দিকে তাকায়। সদানন্দ পুরুষের ঘাটও ছাড়িয়ে যায়। একটা আঘাটায় বসে নিজের মনের আনন্দে গান গায়।

সদানন্দ গান শেষ করে গঙ্গার জলে ঢিল ছোড়ে।

সারদা। এই যে সদানন্দ—(হাসিয়া) স্নান করবে তো। ঘাট ছেড়ে আঘাটায় কেন ?

সদানন্দ। (হাসিয়া) ডুবে মরার মত অথই জল কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে—তাই ঘাট ছেড়ে আঘাটায় দেখছি যদি ডুবোন জল পাই।

সারদা। সে কী! এই একগঙ্গা জলের মধ্যে ডুব দেবার জল পাচ্ছোনা ?

সদানন্দ। (চোখ বুজিয়া) আমি যে খুঁজছি জলের মধ্যে শতদল! যার ঢল ঢল নীলোৎপল চোখের গভীরতার মধ্যে আমি ডুবে আছি।

সারদা। তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না ভাই —সদানন্দ!

সদানন্দ। (উচ্চহাস্য) তুমিতো বিরহী যক্ষও নও, মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতও পড়োনি কেমন করে বুঝবে। (আবার হাসিয়া) তাছাড়া পাগলের কথার কোন মানে থাকে, সারদা ?

সারদা। বুঝতে পারিনে, ভাই, সব সময়ে তুমি জ্ঞানী—না পাগল ?

সদানন্দ। (হাসিয়া) ঐ একই কথা—। শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী মানে এই হলুদপুর গাঁয়ের সদাপাগলা, শুধু একজন কেবল বলে সদা দাদা—আর এমন মিষ্ট করে বলে—(চোখ বুজিল)।

সারদা। কে সে ? —ললনা ?

সদানন্দ। সে তপস্বিনী উমা। কালিদাস কুমারসম্ভবে যার রূপ বর্ণনা করেছেন।

অথোপাময়ে গিরিশায় গৌরী।
তপস্মিনে তাম্ররুচা করেন।
বিকোষিতাং ভানুমতৈঃ ময়ূখৈঃ।
মন্দাকিনী পুস্কর বীজ মালাম॥

সারদা। ললনার সঙ্গে তোমার দেখা হয়—?

সদানন্দ। চোখ বুজুলেই দেখা হয়, তাকালে আর দেখতে পাইনে! (হাস্য) মনের অন্ধকারে আলো করে জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে বসে আছে—তাকে বাইরে খুঁজে লাভ কী ?

সারদা। আজ চার বছর ললনার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি! আমার কথা কখনও সে তোমায় জিজ্ঞাসা করে ?

সদানন্দ। মুখ দিয়ে করে না, তবে মন দিয়ে করে কিনা জানিনে!

[সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।]

সারদা। ললনা বোধয় আমায় ভুলে গেছে !

[সদানন্দের চোখ বন্ধ করিয়া গান।]

ও আমার কাঁটায় ভরা শতদল,
আজকে তোরে কেমন করে ভুলবো আমি
ভুলবো বল ॥

"কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়,
মধুর হাসির হঠাৎ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।"

গোবিন্দ দাস

* * *

হারাণের বাড়ী। অসুস্থ মাধবকে গল্প শোনাচ্ছে তার বিছানার পাশে বসে উদ্ভিন্ন যৌবনা বালবিধবা সুন্দরী ললনা।

ললনা। তারপর সেই বন বাসিনী দুয়োরাণীর মেয়ে রাজকন্যা ভানুমতী—মা আর ভাইবোনদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে ঠিক করলো যে গঙ্গার জলে ডুবে মরবে। একদিন রাত্রে অন্ধকারে একলা ভানুমতী গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু ভগবান তার কপালে মরণ লেখেননি। তাই মা গঙ্গা তার জল কমিয়ে করে দিলেন অগভীর। যতোই যায় মাঝ গঙ্গার দিকে জল ততোই কমে যায়। সে গা ভাসিয়ে দিলো স্রোতে। ভেসে চল্লো।

ঠিক সেই সময় পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো রাজপুত্র স্বপন কুমার। তিনি দেখতে পেলেন একটা

কুটন্ত পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে। তারপর দেখলেন পদ্মফুলের মতোই অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে।

[রাসমণির গলা শোনা গেল 'ললনা' ও ললনা।]

ললনা। কী পিসীমা—।

[সে উঠে যাবে এমন সময় রাসমণি প্রবেশ করলো।]

রাসমণি। ঘরে যে এক ফোঁটা খাবার জল নেই! চট্ করে ঘাট থেকে দু'এক কলসী জল নিয়ে আয়না—মা!

মাধব। বড়দি যেতে পারবে না—আমায় গল্প বলছে, ছোড়দিকে বলো না!

রাসমণি। সে দজ্জালনি কী আমার কথা শুনবে! দেখি বলে—ও ছলনা—ছলনা।

[রাসমণি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।]

ছলনা ঢুকলো—হাতে কাপড় পরানো পুতুল ও সুঁচ সুতো। সে পুতুলকে কাপড় পরানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো।

ছলনা। একটু বসেছি তো অমনি ছলনা, ছলনা। আহা —হা! কী নাম-ই রেখেছেন—ললনার সঙ্গে মিলিয়ে ছলনা—আর নাম খুঁজে পাওনি? বলো কী করতে হবে!

রাসমণি। বাড়ীতে জল নেই—তাই বলছিলাম।

ছলনা। আমি পারবো না। আমি বাড়ীর ঝি—যে কলসী কাঁকালে গঙ্গা থেকে জল আনতে যাবো? ঐ দুম্বো কলসী নিয়ে

পিছলে পড়ে গিয়ে তোমার মত আমার পা ভেঙ্গে যাক। আমি পারবো না, পারবো না, পারবো না।

ললনা। আমি যাচ্ছি পিসীমা—তুই মাধুর কাছে বোস, ভাই ছলনা—

মাধু। না—না—ছোড়দি ছাই গল্প বলতে পারে—

ললনা। আমি চট্ করে দু' কলসী জল এনেই আবার গল্প বলবো—

[সে বাইরের দিকে এগিয়ে গেলো।]

ছলনা। অসুখ করেছে—সাবু খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাক্ তা নয় দিন রাত কেবল গল্প আর গল্প। সব গল্প যে ফুরিয়ে গেল—বলতে বলতে। ছেলের জন্যে নতুন করে গল্প বানাতে হবে।

রাসমণি। যা মুখ আর মেজাজ হচ্ছে—কোন ঘরে জায়গা হবে না।

ছলনা। না হয় না হবে! তোমার তাতে কী! তুমি চুপ করে থাকো।

রাসমণি। পাড়াকুঁদুলী—কেষ্টঠাকুরুণকেও তুই ছাড়িয়ে যাবি।

মাধব। (হাসিয়া) ঠিক বলেছো পিসীমা পাড়াকুঁদুলী কেষ্টঠাকুরুণ (জিভ্ ভ্যাঙ্গাইলো)

*   *   *

স্নানের ঘাট। স্নানের ঘাটে স্নানার্থিনীদের ভিড়। নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষেরা স্নানের ঘাটের দিকে চলেছে। অধিকাংশ স্ত্রীলোক। পুরুষেরা মাথায় তেল, কাঁধে গামছা, নানা রকম গ্রাম্য কায়েদায় মেয়েরা কাঁকে পেতল ও মাটীর কলসী। সঙ্গে দুই-একটি ছেলেপিলেও আছে।

সকলের সেরা কেষ্টঠাকুরাণী সকলের আগে আসে, সকলের শেষে যায়—গ্রামের সব কিছুই রচনা ও রটনার কেন্দ্রস্থল।

কেষ্টঠাকুরাণী। বলি, আমি কি কারো পাকা ধানে মই দিয়েছি—না—কারো ধার করে খেইছি? আমি কারো সাতে নেই পাঁচে নেই নিজের মনে থাকি—তবু আমাকে না খোঁচালে গাঁয়ের লোকের ভাত হজম হয় না। ওপরে দপ্পহারী মধুসূদন আছেন! আজ একাদশীর দিনে এই বাসী মুখে বলছি—ঠাকুর তুমি বিচার কোরো!

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

মক্ষদা। কী হলো, কেষ্ট দি?

কেষ্ট। এই মানুষের আক্কেলকে ধিক দিচ্ছি! সকাল-বেলা দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি আমি, ঐ ভবতারণের মেয়ে বিন্দু বলে কি না—তাও আবার আমার শুনিয়ে শুনিয়ে—ঐ পাড়াকুঁদুলী কেষ্টঠাকুরাণী যাচ্ছে!

ক্ষেমদা। ওমা—তাই নাকি!

কেষ্ট—তবে কি আমি এই প্রাত্তোকালে বাসী মুখে মিথ্যে বলছি! ও হাত ভরা সোনার চুড়ির দপ্প বেশীদিন থাকবে না! আমার স্বামী সোয়াগী! তবু যদি না জানতাম—

মোক্ষদা। কী বলছো দিদি—!

কেষ্ট। (হাসিয়া) ওমা—সে কথা বুঝি শুনিস্‌নি? তবে শোন্‌—আমি কারো কথায় থাকিনে মোক্ষ, তবে একটা মন্দ কথা শুনলে—না বলে থাকি কেমন করে?

[পরস্পর এগিয়ে আসে। একে অপরের কানের কাছে মুখ নিয়ে যায়।]

* * *

ললনা হাতে ও কাঁকে দুটা কলসী নিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে জল আনতে যাচ্ছে।

—দূর থেকে সদানন্দর ভেসে আসা গানের সুর গ্রামের নিস্তব্ধ রাস্তাকে সচকিত করে তুলছে। ললনা মৃদুহাস্যে দূরবর্ত্তী মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে পদক্ষেপ সংক্ষিপ্ত করে ফেলে।

সদানন্দ ললনাকে দেখে থেমে যায়। ললনা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে।

গান গাহিতে গাহিতে সদানন্দ চলে যায়।
"ননদিনী বলো নাগরে—ডুবেছে রাই
রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে"

ললনা এগিয়ে যায়।

* * *

স্নানের ঘাট। কেষ্ট-ঠাকুরাণী আর মোক্ষদা। পূর্ব্বপ্রসঙ্গেরই জের চলেছে।

মোক্ষদা। বলো কিগো—কেষ্টদি—তলায় তলায় এতো—তাতো জানতাম না।

কেষ্ট। ওপরে কোঁচার পত্তন—ভেতোরে ছুঁচোর কেত্তোন। জানিসতো মোক্ষ—পরের কথায় আমি থাকতে ভালবাসিনে। কিন্তু কথাটা যখন উঠলো তখন এই প্রত্তোকালে—বাসীমুখে—(কপালে নমস্কার ছলে হাত ঠেকাইয়া)—এই মা গঙ্গার ধারে মিথ্যে কথা তো আর বলতে পারিনে! বলি অন্তিম কালে মরণের ভয়তো আছে ?

[ললনার—প্রবেশ হাতে ও কাঁকে কলসী।]

কেষ্ট—হ্যাঁরে ললনা, এতো বেলা কল্লি যে—?

ললনা। কী করবো, কেষ্ট পিসীমা—সংসারের কাজ সারতে বেলা হয়ে গেল!

কেষ্ট। তা বাছা মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। সকাল সকাল চান করে নিয়ে একটু জল মুখে দেগে!

ললনা। আজ তো জল খাওয়া নেই, পিসীমা—আজ যে একাদশী!

কেষ্ট। হা আমার পোড়াকপাল! তোর যে আবার একাদশী তা আমার মনেই থাকে না! কপাল! কপাল! নইলে এই কচি বয়সে একাদশী করতে হয়!

ললনা। চলি পিসী— (সে বেরিয়ে যায়)

কেষ্ট। (মোক্ষদার দিকে তাকায়ে)—ঐ ললনার বাবা—ঐ মুখপোড়া হারাণ মুখুজ্যে-হাতেপায়ে বেঁধে মেয়েটাকে ডুবিয়ে মাল্লো।

মোক্ষদা। সে কী কথাগো, দিদি ?

কেষ্ট। কুল রাখবে বলে একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে ঐ সোনার পিতিমে কচি মেয়েটার বিয়ে দিলে! ওর তখন আট বছর বয়েস। দু'মাস কাটলো না হাতের নোয়া খুইয়ে বাড়ী এলো।

মোক্ষদা। আহা মেয়েটার মুখ দেখলে কষ্ট হয়।

কেষ্ট। ওর মা শুভদা লক্ষ্মী মুত্তি। কিন্তু মুখপোড়া হারাণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে জীবনে স্বামীসুখ পেলো না! একটা মেয়ে কড়ে রাঁড়ী আর একটা আইবুড়ো গলায় এসে ঠেকেছে, বিয়ে না দিলে জাত যায়। ছোট ছেলেটা আর বছর মরেছে আর একটা ছেলে ভুগছে-ভগবান যেন ওদের পা দিয়ে দলছেন!

মোক্ষদা। হারাণ মুখুজ্যে শুনেছি নেসাভাঙ করে—সত্যি কেষ্টদিদি?

কেষ্ট। সত্যি নয় কি মিথ্যে! জানবি—যা রটে তা বটে। নেশা ভাঙ করে করুক গিয়ে—। ও বেটাছেলে বয়েস কালে একটু আধটু করে থাকে। কিন্তু তাবলে অমন বৌ ছেড়ে একটা ইতর ছোটলোকের মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকা—ভাব দেখি মোক্ষ—

মোক্ষ। ওমা—তাতো শুনিনি!

কেষ্ট। (হাসিয়া) তা বুঝি জানিসনে—তবে শোন। মিথ্যে বলিতো ওপরে দর্পহারী মধুসূদন আছেন—তিনি আমার বিচার করবেন—সেই কাতু বোষ্টমী আমাদের হরিভট্‌চার্য্যের সঙ্গে যার নামে দোষ ছিলো। (মোক্ষ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।)

* * *

কাতুর বাড়ী। চালাঘর। সামনে অর্দ্ধেক ঘেরা দাওয়া—সেখানে বাঁশের কারি দিয়ে মাচান। তার ওপরে কালো তাকিয়া জড়িয়ে হারাণ মুখুজ্যে।

কাতু—৫০৲ টাকার নোট গুণছে।

কাতু। এতোদিন পরে এই ৫০৲? এতে কতো দিন চলবে?

হারাণ। একটা কথা মনে করে রাখ কাতু এ শর্ম্মা হারাণ [মু]খুজ্যে বেঁচে থাকতে তোর কোন ভাবনা নেই। আর দিন কতক [স]বুর কর, তোকে চন্দর হার গড়িয়ে দেবো। তুই দুলিয়ে হাঁটবি-একেবারে পরাণ সহিতে মোর! কাতুরে, কাতু—আমার কাত্যায়নী! এখন এক ছিলিম—তামাক খাওয়া দেখি!

কাতু। কিন্তু এটাকা পেলে কোথায়?

হারাণ। বলি আমি জমিদার ভগবান নন্দীর কাছারীতে কাজ করি তাতো জানিসনে।

কাতু। মাহিনে পাওত সেখানে ৩০৲টাকা, সেতো মাগছেলে পুষতেই যায়। আমাকে যে টাকা দাও—সে বাড়তি টাকা। পাও কোথা থেকে?

হারাণ। বলি জমিদার সেরেস্তায় উপরি পাওনা তো থাকে! মাইনের টাকা বউকে দিচ্ছি আর বাড়তি টাকাটা তোকে দিই। তুইও আমার বাড়তি কিনা—! আমার আসলের সুদ ওজনের ফাউ!

কাতু। কী জানি বাপু ভয় করে।

হারাণ। ভয়! কিসের ভয়!

কাতু। তোমার চোখটা অতো লাল হয়েছে কেন? আড্ডায় গিয়েছিলে বুঝি?

হারাণ। (হাসিয়া) চোখ একটু লাল থাকা ভাল কাতু—নইলে লোকে বলবে স্যাবা হয়েছে। (উচ্চ হাস্য)

হারাণের বাড়ী—ফাঁকে কলসী-নিয়ে ললনার প্রবেশ। স্বামী জন্যে ভাত বেড়ে সব ঢাকা দিয়ে শুভদা নিশ্চল পাথরের মত বসে আছে হাতে পাখা নীচে চৌকীর ধারে গাড়ু গামছা!

রাসমণির গলা শোনা গেল।—বলি ও বৌ,—ও শুভদা

শুভদা। কী বলছো, দিদি?

[রাসমণির প্রবেশ]

রাসমণি। এখনও খাসনি—!

শুভদা। আর একটু দেখছি!

রাসমণি। আমার পিণ্ডি। আর দেখে কী হবে? ড্যাকরা এতো বেলায় কী আর ফিরে আসবে! দেখ্‌গে যা, গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কার বাড়ী পড়ে আছে। মুখপোড়া মরলে—আমাদের হাড় জুড়োয়!

ললনা। একাদশীর দিন বাবাকে গাল দিচ্ছো কেন পিসীমা?

রাসমণি। একাদশীর দিন গাল দিচ্ছি, কেন? তুই সেদিন-কার মেয়ে বুড়ো মাগীকে একাদশী সেখাতে আসিসনে। এতো বেলা পর্য্যন্ত কোথায় না খেয়ে নেশা করে পড়ে আছে। বুকের মধ্যে কী করছে তা ইষ্টদেবতাই জানছেন। বলি তোরই শুধু বাপ—আর আমার বুঝি কেউ হয় না। মা বাপ মরা এইটুকু ভাইকে যে বুকে করে মানুষ করেছি!

শুভদা। চুপ করো দিদি? (ললনাকে) এতো বড় হয়েছিস মা—সব কথা বুঝে বলতে পারোনা।

ললনা। আমার অন্যায় হয়েছে, পিসিমা!

রাসমণি। ওকে আর বকিসনে,—বৌ ওরই মনের ঠিক আছে। আমি বুড়ো মানুষ সইতে না পেরে কতো শক্ত কথা আমারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়! আর ললনা তো ছেলে মানুষ! সবই সয়—কেবল না খেয়ে খেয়ে তুই যে শুকিয়ে মরতে বসেছিস সেইটেই কেবল সয় না।

রাসমণির বহির্গমন।

শুভদা। আমাদের মত জন্ম দুঃখীর মরণ কী এতো সহজে হয়, দিদি! মরণের জন্যেও আমাদের তপস্যা করতে হয়।

ললনা। মা! (কাছে গিয়ে) এখনও যখন বাবা এলেন না তখন তিনি এবেলা নিশ্চই আসবেন না! এর চেয়ে বেশী বৃষ্টি এলে রান্নাঘরে আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। তুমি বরং দুটো খেয়ে নাও, মা!

শুভদা। পাথর হয়ে গেছি বটে, কিন্তু এখনও বুকটা দপ্ দপ্ করছে। তোর নির্জ্জলা একাদশী, তাঁর মুখে এখনও জলবিন্দু যায় নি। ছেলেটা ধুঁকছে—তার এখনও একদাগ ওষুধ পড়লো না। আমি মুখে ভাত গুঁজে দিলেও গলা দিয়ে তা কি নামবে, কেন বুঝিস না মা?

শুভদা বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। ললনা—অশ্রুসিক্ত নয়নে মার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর ললনা কী ভেবে বেরিয়ে যায়।

*　　　*　　　*

সদানন্দের বাড়ী। বৃষ্টি পড়ছে। সদানন্দ গান করছে আপন মনে। তার পরণে বাইরে যাবার পোষাক—বৃষ্টি ছাড়ার অপেক্ষা করছে সে। এমন সময়ে ভিজতে ভিজতে ললনা এলো সেখানে। বাহিরে দাঁড়িয়েই সদানন্দের গান শুনলো। হঠাৎ সদানন্দ তাকে দেখে গান থামালো।

সদানন্দ। একী ললনা, ভিজচো কেন ভাই। চালার নীচে উঠে এসো। (ললনা উঠিল) তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে—নিশ্চই কোন জরুরী কাজ ?

ললনা। (উঠিয়া) তুমি কোথাও বেরুচ্ছো সদাদা ?

সদা। হ্যাঁ—বামুন পাড়া—ভগবান নন্দীর কাছারীতে খাজনা দিতে। কেন বলতো ?

ললনা। বাবা এখনও ফেরেন নি। বেলাও পড়ে এলো। তাই মা বড় ভাবছেন। কাছারী থেকে ফেরার সময়—তাঁর খবরটা একবাব নিয়া এসো না ?

সদা। ওঃ। নিশ্চয় নিশ্চয়—। তারপর আজকাল মাধু কেমন আছে ? দুদিন খবর নিতে পারিনি।

ললনা। সেই একরকম।

সদা। ওষুধ—পথ্যি ?

ললনা। তার জন্যে পয়সা লাগে সদাদা ! সকাল থেকে ডালিম খাবো বলে বায়না ধরেছে। কিন্তু—

সদা। তা আমায় বলোনি কেন ? আমার গাছে কতো ডালিম হয়ে আছে।

ললনা। তোমার আবার ডালিম গাছ কোথায় ?

সদা। অন্ধ, অন্ধ, একেবারে অন্ধ—কিছুই দেখতে পায় না।

[বৃষ্টি জোরে নামলো—সদানন্দও গান ধরিল]

সদা। (গান শেষ করিয়া) আচ্ছা কোন পদ্ম দেখতে ভাল' জলের পদ্ম না…স্থলের পদ্ম!

ললনা। বারে, তা আমি কেমন করে বলবো!

সদা। তা ভাই! তুমি তো আর তোমায় চোখ দিয়ে দেখতে পাও না। কিন্তু আর দাঁড়িও না এখানে—বাড়ী যাও।

ললনা। সেকি! এই বৃষ্টির মধ্যে!

সদা। হ্যাঁ। পিসীমা বাড়ীতে নেই। এর চেয়ে বেশী জল এলে যাবে কেমন করে?

ললনা। যাবোনা। কাল রাত্রে জ্বর জ্বর ভাব হইছিলো—ভিজলে অসুখ করতে পারে।

সদা। যাও ভাই! মন নয় মতি—মত্ত হাতী! পাগলের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে নেই! কী জানি—কী বলে আর কী করে। ভয় হয়।

ললনা। কে বলে তুমি পাগল—?

সদা। গাঁয়ের লোক সবাই তো আমায় সদা পাগলা বলে।

ললনা। তারা কেউ তোমায় জানে না,—সদাদা!

সদা। তা ঠিক্। মাত্র একজন—একজন আমায় ঠিক জানে। ঠিক বোঝে!

ললনা। সে আমি পাগলা ভাই!

সদা। সে তুমি! (চোখ বুজিল) আচ্ছা, (আকাশের দিকে চেয়ে) মেঘের ওপর পদ্মফুল ফোটে তুমি দেখেছো?

ললনা। কই—নাতো! তুমি দেখেছো?

সদা। (হাসিয়া) হ্যাঁ—দেখেছি।

ললনা। কবে দেখলে—?

সদা। প্রায়ই দেখি—তার মুখের দিকে চেয়ে এখনও দেখছি।

ললনা। (হাসিয়া)—তা হয় নাকি?

সদা। কেন হবে না? পদ্মতো জলেই ফোটে! মেঘেতেও জলের অভাব নেই। তবে সেখানে ফুটবে না কেন?

ললনা। মাটী না থাকলে শুধুজলে কী পদ্মফুল ফোটে সদাদা (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সদা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে) তাই বটে! (ললনার মুখখানি হাত দিয়ে ধরে) সবার আশ্রয় মাটী। সেই আশ্রয় নেই বলে দিন দিন আমার সোনার শতদল শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের জলের বন্যা বইয়েও তাকে তাজা রাখা যাচ্ছে না!

সে গান ধরিলে—

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল—,
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরলভেল!
হায়! কী মোর কপালে লেখি—
শীতল বলিয়া ওচাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ পেখি....

ললনা যাইতে উদ্যত হইলে, সদানন্দ গান থামাইল।

সদা। একি! এতো বৃষ্টিতে গেলে অসুখ করবে যে—

ললনা। কী করবো বলো—?

সদা। করার কিছু নেই বলেই তো এতো দুঃখ—দুর্লভ জেনেইতো এতো লোভ!

ললনা। যাই সদাদা?

সদা। উহুঃ।

ললনা। পাগলা ভাই।

সদা। (হাসিয়া) যাও।

ললনা। আজ খেয়ে নিয়েছো তো? ভাত রেঁধে ফেলে রাখোনি?

সদা। আজ তো আমার খাওয়া নেই! আজ যে একাদশী। একাদশীর দিন আমি জলস্পর্শ করিনে।

* * *

মাধুর শোয়ার ঘর। শুভদা ঢুকতেই মাধু তাকে ডাকে।

মাধু। মা!

শুভদা। কী মাধু?

মাধু। বাবা কোথায় গেছেন মা?

শুভদা। তোমার জন্যে ওষুধ আনতে—

মাধু। মিষ্টি ওষুধ তো— ?

শুভদা। হ্যাঁ, বাবা, মিষ্টি ওষুধ—

মাধু। সে ওষুধ খেলে আমি ভাল হয়ে যাবো, না মা?

শুভদা। হ্যাঁ ভাল হয়ে যাবে বৈ কি! দীনবন্ধু ভগবান তোমায় ভাল করে দেবেন।

মাধু। আমার ডালিম খেতে ইচ্ছে করে মা!

শুভদা। ডালিম—? (দীর্ঘশ্বাস)

মাধু। ডালিম খেলে গায়ে খুব জোর হয়, না মা? আমি রোজ ডালিম খাবো। তাহলে আমি তাড়াতাড়ি মোটা হয়ে

বাবো! কী রকম রোগা হয়ে গেছি, এই দেখ! উঠে বসতে কষ্ট হয়।

শুভদা। নারায়ণ পদ্মহস্ত বুলিয়ে তোমার সব অসুখ সারিয়ে দেবেন!

মাধু। নারায়ণ ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন, না মা? সেই ধ্রুব আর প্রহ্লাদ দিদি গল্প বলেছিলো।

শুভদা। হাঁা, বাবা!

মাধু। কিন্তু—তবে আমার ছোট ভাই যাদু মারা গেল কেন? নারায়ণ কেন তাকে ভাল করে দিলেন না।

ললনার প্রবেশ—সে মা আর ভাইয়ের সব কথাই শুনেছিলো।

ললনা। এইবার ভাই, মাধু সেই রাজকন্যে ভানুমতির গল্পটা বলবো। আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে! মা তুমি নীচে যাও, আমি মাধুর কাছে বসি।

* * *

ভগবান নন্দীর কাছারী বাড়ী—গড়গড়ায় নলমুখে জমিদার ভগবান বাবু খাতা দেখছেন। দূরে কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ আসনে। তাদের পাশে সদানন্দ—তাকে ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। সামনে নায়েব।

জমিদার। হারাণ মুখুজ্যের সাংসারিক অবস্থা কেমন নায়েব?

নায়েব। মোটেই ভাল নয়—।

জমিদার। কোন সম্পত্তি টম্পত্তি আছে?

নায়েব। সম্পত্তি বলতে ঐ জরাজীর্ণ ভদ্রাসন বাড়ী—তাও তার বিধবা দিদির নামে। নইলে এতো দিন থাকতো না।

জমিদার। জমিজমা—?

নায়েব। নিজের যা ছিল বেচে খেয়েছে অনেক দিন আগেই। শেষে ওর স্ত্রী আর বিধবা মেয়ের নামে কয়েক বিঘা জমি ছিলো—মণ পঞ্চাশেক হতো—তাতে কোন রকমে সংসার চলতো। এবার তাও ছোট তরপে খায় খালাসী বন্ধক দিয়েছে। এক মুটো ধানও পায়নি।

জমিদার। বাজারের দেনা আছে কিছু?

নায়েব। দেনায় মাথা বিকিয়ে আছে হুজুর। সেরাস্তায় এমন আমলা কেউ নেই—যে দু'পাঁচ টাকা পাবে না!

জমিদার। মুখুজ্যে কোন নেশাটেশা করে?

নায়েব। —গাঁজার আড্ডার মাতব্বর হুজুর।

জমিদার। আনুসঙ্গিক আর কোন দোষ আছে?

নায়েব। তাও আছে শুনেছি। আমাদের কাতু বোষ্টমী—

জমিদার। কাল কোর্টে গিয়ে তবিল তছরূপের জন্যে মুখুজ্যের নামে নালিশ করে দেবে আর এখনই একবার দারোগাবাবুকে ডেকে পাঠাও! আর এলেই হারানকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। দ্বারওয়ান মোতায়েন রাখ—যেন পালাতে না পারে।

অদূরে উপবিষ্ট সদানন্দ। প্রতিটি কথাই তার কানে যায়।

হারাণ ঢুকলো।

হারাণ। আমায় তলব দিয়েছেন নন্দী মশাই ? আমি একটু বাইরে গিছলাম—আমার রোগা ছেলের জন্যে ডালিম আনতে।

জমিদার। রোগা ছেলের জন্যে ডালিম আনতে না গাঁজা খেতে। মিথ্যাবাদী কোথাকার।

হারাণ। আজ্ঞে, আপনি কী বলছেন হুজুর ?

জমিদার। কত টাকা চুরি করেছো ?

হারাণ। আজ্ঞে, চুরি—আমি—?

জমিদার। খাতা দেখে মনে হচ্ছে তিনশো টাকা। এতো টাকা কী করলে—

হারাণ। খরচ করেছি।

জমিদার। কী খরচ করেছো—

হারাণ। তিরিশ টাকা মাহিনে আমার চলেনা—তাই।

জমিদার। তাই চুরি করেছো ?

হারাণ। কী করি পেটের দায়ে মানুষ সব করে।

জমিদার। পেটের দায়ে তুমি চুরি করলে আমি তোমায় কিছু বলতাম না। কিন্তু তুমি তবিল ভেঙেছো বদ্‌খেয়ালে। কাজেই আমি তোমায় জেলে দেবো।

হারাণ। জেলে ? হুজুর—

জমিদার। হ্যাঁ—যেখানে চোরেদের যাওয়া উচিত। তবে যা নিয়েছ সে টাকা ফেরৎ দিলে—আমি তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।

হারাণ। কেমন করে দেবো হুজুর—আমার কিছুই নেই। যা ছিলো আগেই বেচে খেইছি।

জমিদার। খেয়েছ, না ধোঁয়ায় উড়িয়েছো ?

হারাণ। আপনি নেশা করেন না হুজুর! বুঝতে পারবেন না—নেশা আর ক্ষিদে এর মধ্যে কোনটার তাগিদ বেশী! বুঝতে পারবেন না, হুজুর, কতো দুঃখে মানুষ নেশা করে ?

জমিদার। চুপ করো বেয়াদপ্!

হারাণ। (দুঃখের হাসি) টাকার গাদার ওপর বসে মানুষকে বিচার করা খুব সোজা। পয়সা থাকলে মানুষের চরিত্রও থাকে। এতো দিন তো সৎ-বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলে আপনিই আমাকে কতো তারিফ্ করেছেন, বড় তবিল ছেড়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখেছেন কখনও কেন আমি চোর হলাম। অভাবে স্বভাব নষ্ট! ভাতের অভাব হলে স্বভাবের আর কোন মানেই থাকে না!

জমিদার। তোমার স্ত্রী-পুত্রের কথা কখনও ভাবো ?

হারাণ। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যেতাম। দেখলাম কিছুই করা যায় না। তাই ভুলে যাবার জন্যে নেশার দাস হলাম। ফিরবার পথ থাকলো না।

জমিদার। মনের জোর থাকলে ফিরবার পথ চিরকালই আছে।

হারাণ। (উত্তেজিতভাবে) মিথ্যা কথা। ধাপ্পাবাজী! মানুষের মনে ভাল মন্দর বান ডাকে, মনের জোরের বাঁধ দিয়ে সে বানের জল আটকানো যায় না। ভেসে যেতেই হয়।

জমিদার। বলতে লজ্জা করছে না বেয়াদপ। তোমার অমন ভাল স্ত্রী, অমন ভাল মেয়ে—

হারাণ। আঃ! ভালো! ভালো! ভালো! অতো ভালো না হয়ে তারা যদি একটু মন্দ হতো তাহলে বোধহয় আমার এমন হতো না! বেশী ভাল পানসে—তাতে স্বাদ নেই। তাই একটু স্বাদের জন্যে মানুষ মন্দের পেছনে ছোটে! আপনি আমায় জেলে দিন—হুজুর বোঝাবার চেষ্টা করবেন না!

*   *   *

হারাণের বাড়ী। (অভ্যন্তরভাগ)

শুভদা। কিন্তু এখন উপায় ?

সদা। উপায় একটা করতেই হবে ?

শুভদা। তিনশো টাকা তো দূরের কথা; আমাদের বিক্রী করলেও তো ত্রিশ টাকা হবে না। এতো টাকা আমি কোথায় পাবো!

সদা। (হাসিয়া) তার একটা ব্যবস্থা না করেই কি সদা পাগলা চুপি চুপি এতো বড় বিপদের খবর তোমায় দিতে এসেছে, মা জননী! এই নাও।

শুভদা। এ কী ?

সদা। দু'গাছা মোটা মোটা সোনার বালা। দাম তিন চারশো টাকা। আমার মা আমার বৌকে দেবে বলে রেখেছিলো। এইটে নিয়ে ভগবান নন্দীর কাছে গিয়ে তাঁকে দাওগে—সে হারাণ কাকাকে ছেড়ে দেবে।

শুভদা। কিন্তু তোমার বৌএর বালা আমি নেবো কেমন করে ?

সদা। হাতে করে, আবার কী করে। আমি ক্যাপা পাগল মানুষ, আমাকে বেশী চটিও না। এখনি আমি নিজেই ছুটবো। গাঁশুদ্ধ জানা জানি হয়ে একটা কেলেঙ্কারী হবে। সেইটে কি ভাল হবে?

শুভদা। কিন্তু এ বালা তোমার বৌ এসে পরবে।

সদা। আমার বিয়ে হবে যমের সঙ্গে। পাগলার আবার বিয়ে হয়—না হতে আছে! বলি আমি পাগল না তুমি পাগল! বামুনপাড়া আধকোশ রাস্তা। এখনি বেরিয়ে যাও তুমি নিজে চুপি চুপি—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কাকে কোকিলে জানতে পারবে না।

শুভদা। আমি যাবো—

সদা। হ্যাঁ মা জননী। তুমি যাবে নিজে। ললনার যাওয়া হবে না। আর সে একথা জানবেও না। ভয় নেই তোমার—আমি তফাতে গান গাইতে গাইতে যাবো। এক প্রহর রাত্রের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে?

শুভদা। (কাঁদিয়া) তুই আর জন্মে আমার পেটের ছেলে ছিলি বাবা!

সদা। আর এ জন্মে আমি তোমার সতীনের ছেলে; বেটীর কি বুদ্ধি! একটা ঘড়া কাঁকালে করে বাড়ী থেকে বেরোবে। তাহলে বাড়ীর কেউ সন্দেহ করবে না—যে কোথায় যাচ্ছো। আর এই পাঁচটা টাকা রাখো। কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

শুভদা। ভগবান তোর মঙ্গল করুন বাবা।

শুভদা বেরিয়ে আসে। ললনার সঙ্গে দেখা হয়। ললনা অলক্ষ্যে আগাগোড়া সবই শুনেছে।

শুভদা। তুই একটু মাধুর কাছে বোস্‌গে তো মা—আমি বিন্দুদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি। শুনলাম যে শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছে।

সে বেরিয়ে যায়। ললনা মার দিকে তাকিয়ে থাকে। সদানন্দের সঙ্গে ললনার সাক্ষাৎ হয়।

ললনা। মা'র সঙ্গে তোমার কথা শেষ হলো ?

সদা। (হাসিয়া) হ্যাঁ—ভাই। মা জননী আমায় বল্লো তুই আমার পেটের ছেলে ছিলি—আর জন্মে। তাহলে আমি কে হলাম—ভাই ?

ললনা। সদাদাদা!

সদা। উ—হুঁ!

ললনা। পাগলা ভাই!

সদা। ঠিক!

ললনা। দাঁড়াও একটু—(সদানন্দকে পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম)

সদা। এটার মানে কী ?

ললনা। তোমাকে দেখলেই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো। আশীর্ব্বাদ কোরো যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত ভাই পাই!

সদা। আর এ জন্মটা কী এমনি যাবে ?

ললনা। বোধ হয় তাই গেলো—

ললনা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে পলাইয়া গেলে।

সদানন্দ গান ধরিল—

ও পথিক আগিয়ে চল আগিয়ে চল।

কেন বারে বারে পথের ধারে ধূলায় আসন পাতিস বল।

শিশিরের অশ্রু ঢালা

ঝরা ফুলে ভরলি ডালা

কতো আর গাঁথবি মালা

কুড়িয়ে স্মৃতির ছিন্ন দল ॥

রইল যা তা থাকুক পড়ে

চাসনে ফিরে বারে বারে

মাধবীরে বিদায় দেরে

মুছে ফেল চোখের জল ॥

মুছে ফেল গায়ের ধূলি

তুলে নেরে ব্যাথার ঝুলি

গারে গান পরাণ খুলি

তোর পথের সম্বল।

আগিয়ে চল্, আগিয়ে চল্ ॥

ললনার অশ্রুসিক্ত মুখের উপর দিয়া বনপথবাহী সদানন্দের গান ভাসিয়া চলিল—মানুষের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের বাহু উর্দ্ধে।

ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চলেছে শুভদা বনের পথ দিয়ে। ঘোমটায় তার মুখ ঢাকা। দূরে বাজে সদানন্দের কণ্ঠ। ভয় পেলে মাঝে মাঝে শুভদা সেই দিকে তাকায় সাহস সংগ্রহ করার জন্যে। আবার চলে।

মাঠের পথ দিয়ে যায় শুভদা। বামুনপাড়ার পথে শুভদা—দূরে সদানন্দের গলা যেন তাকে পথ চেনায়।

বৃষ্টি জোরে এলো। সামনে শিব মন্দির। শুভদা তার মধ্যে আশ্রয় নেয়।

চাকরের হাতে আলো। সঙ্গে দারওয়ান, ভগবান বাবু নিজে শিবমন্দিরে সন্ধ্যাদীপ দিয়ে প্রণাম করতে এসেছেন। দেখেন অবগুণ্ঠিতা শুভদাকে।

ভগবান। তুমি কে বাছা—? (শুভদা নিরুত্তর)

ভগবান। কোথায় যাবে তুমি ?

শুভদা। জমিদার বাবুর বাড়ীতে।

ভগবান। জমিদার বাবুর বাড়ীতে! তা সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

শুভদা। কোন বাড়ীটা চিনিনে।

ভগবান। জমিদার বাবুর বাড়ী কার কাছে যাবে ?

শুভদা। ভগবানবাবুর কাছে!

ভগবান। ভগবানবাবুর কাছে!

শুভদা। আজ্ঞে, হ্যাঁ—

ভগবান। ভগবানবাবুকে তুমি চেন ?

শুভদা। না, নাম শুনেছি। কখনও দেখিনি।

ভগবান। আমার নামই ভগবান নন্দী। কিন্তু আমি তোমায় কখনও দেখিছি বলে তো মনে হয় না!

শুভদা। না।

ভগবান। এতো রাত্রে আমার কাছে তোমার কী দরকার থাকতে পারে ? কোথায় তোমার বাড়ী ?

শুভদা। হলুদপুর।

ভগবান। হলুদপুর! আমার কাছে তোমার দরকার এতো রাত্রে —! তুমি হারাণ মুখুজ্যের স্ত্রী ?

শুভদা। আজ্ঞে হ্যাঁ!

ভগবান। তুমি সব শুনেছো?

শুভদা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই দু'গাছি বালা নিয়ে দয়া করে তাঁকে ছেড়ে দিন! (বালা দুগাছি দিল)।

ভগবান। (বালা পরীক্ষা করতে করতে) এতো তোমার হাতের বালা নয়, মা? তোমার বাড়ীরও নয়—?

শুভদা। না। এক দয়ালু ছেলে আমাকে এটা দিয়েছেন—আপনার দেনা মেটাবার জন্যে।

ভগবান। কিন্তু মা, আমি তো এটা নিতে পারবো না! এটা আমি দান করেছিলাম—আমাদের গুরু বাড়ীতে, যে দয়ালু তোমাকে এটা দিয়েছেন তাঁর মাকে।

শুভদা। তাহলে কী হবে! আমাদের নিজের বলতে তো আর কিছু নেই।

ভগবান। ছেড়ে দিতে হয়—এমনি তাকে ছেড়ে দেবো, এবালা নিয়ে দেবোনা।

শুভদা। আপনি তাঁকে ছেড়ে দেবেন?

ভগবান। ইচ্ছে ছিলো না। তার দুশ্চরিত্রতার জন্যে শাস্তি তার পাওয়া উচিত ছিলো। তবে তোমার জন্য তাকে আমি ছেড়ে দেবো। কিন্তু ভাববো--তুমি যার স্ত্রী তার এমন মতিচ্ছন্ন হয় কেন?

শুভদা। তাঁর দোষ নয়। আমারই অদৃষ্ট। পূর্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল! ভোগ করতে হবে।

ভগবান। জানি না। হারাণের কথায় আমারও সন্দেহ

জন্মেছে। সংসারে তোমাদের মত দেবীরা বুক পেতে অন্যায় সয়ে—সংসারের ভাল করে না মন্দ করে। তুমি ভেবোনা, মা,—নিশ্চিত মনে বাড়ী যাও। হারাণ কাল ছাড়া পাবে।

শুভদা। আর আমার কথাটা—

ভগবান। কেউ জানতে পারবে না। হারাণ তো ন-ই—।

শুভদা। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ভগবান। একলা যেতে পারবে—না সঙ্গে লোক দেবো? রাত অনেক হয়েছে!

শুভদা। যেতে পারবো। নমস্কার।

ভগবান। প্রণাম।

শুভদার প্রস্থান

* * *

হারাণের বাড়ী নিস্তব্ধ, শুধু ললনা মার পথ চেয়ে আছে। দূরে সদানন্দের কণ্ঠ শুনে সে দরজার কাছে এলো।

শুভদা প্রবেশ করলেন।

ললনা। মা—এতো দেরী করলে—?

শুভদা। অনেকদিন পরে বিন্দুর সঙ্গে দেখা—কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। সদানন্দের সঙ্গে দেখা—সে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো।

* * *

পরদিন সকালে আয়নার সামনে ছলনা তার চেহারা দেখছে—আর মনে মনে ভাবছে এইখানে বালা—এইখানে—অনন্ত—এইখানে বাজু এইখানে হার—

তার মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আয়নার মধ্যে তার সেই সালঙ্করা রূপ যেন দেখিতে পাইল। ছলনা চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল—তার মনযোত সমস্ত গহনা বিভূষিত ছলনা আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে!

দিদির চেহারা আয়নায় পড়াতে সে হেসে মুখ ফেরালো—দেখলো ললনা তার কাছে।

ললনা। হাসছিস কেনরে, ছলনা—?

ছলনা। আমার রংটা কি আগের চেয়ে কালো হয়ে গেছে, দিদি—?

ললনা। কাল হবে কেনরে?

ছলনা। হয়নি তো—? আচ্ছা, দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ হাত গুণতে জানে?

ললনা। কেনরে—?

ছলনা। আমার হাত দেখে বলে দেবে—আমার কী কী গয়না হবে?

ললনা। হবে ভাই হবে। তুই রাজরাণী হবি!

ছলনা। আচ্ছা, দিদি—আমাদের কিছুই নেই কেন?

ললনা। আমরা দুঃখী—তাই।

ছলনা। কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ললনা। (সস্নেহে তার গায়ে হাত দিয়া) ঈশ্বর যাকে যেমন রাখেন—তাকে তেমনি করেই থাকতে হয় ভাই!

ছলনা। ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না—শুধু আমাদেরই এমন করলেন?

ললনা। আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপ!

ছলনা। তবে কী আমাদের এমনি করেই চিরকাল কাটবে? কখনও সুখ হবে না!

ললনা। তা কেন ভাই? দুঃখের দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে! তখন দেখিস্—তোর কত সুখ হবে—কত ঐশ্বর্য্য কতো গয়না—কত দাসদাসী! তুই রাজরাণী হবি।

ছলনা। আর তুই দিদি?

ললনা। আমি! (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে) তোদের সুখ হলেই আমার সুখ ভাই!

ছলনা। তুমি দিদি, নিজের কোন সুখই চাওনা?

শুভদার কণ্ঠ শোনা গেল।—ললনা! ললনা!

ললনা। যাই মা! (ললনা দৌড়ে বেরিয়ে যায়)

* * *

হারাণ ভাত খাচ্ছে, শুভদা তাকে বাতাস কচ্ছে—পাশে রাসমণি।—

রাসমণি। কাল কোথায় ছিলি হারাণ?

হারাণ। সে অনেক কথা দিদি!

রাসমণি। অনেক কথা কিরে?

হারাণ। নষ্ট চন্দ্র দেখে আমারও মিথ্যে কলঙ্ক হয়েছিলো!

(হাস্য)—চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—মানে আমার নামে নালিশ করেছিলো।

রাসমণি। কী সর্ব্বনাশের কথারে? তারপর?

হারাণ। তারপর আবার কী? মিথ্যে কতোক্ষণ থাকে? মামলা জিতে বাড়ী আসছি—।

রাসমণি। কিন্তু চাকরীতে তোকে রাখবে?

হারাণ। আমি করলে তো রাখবে! ও হারামজাদা বেইমান ভগবান নন্দীর মুখ আমি এজন্মে দেখবো! যদি বেঁচে থাকি তবে এ অপমানের শোধ তুলবো!

শুভদা। ছিঃ! যিনি এক সময় মুনিব ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কুকথা বলতে নেই! অন্নদাতার পিতার সমান!

হারাণ। অন্নদাতা! তার মাথায় মারি ঝাড়ু। খাটিয়ে নিয়েছে—টাকা দিয়েছে!

শুভদা। ওকথা বল্লে পাপ হবে—!

[ললনা পেছন থেকে এসে বাধা দেয়]

ললনা। বাবা, তোমায় মাধু ডাকছে!

রাসমণি। কিন্তু বাঁধা মাইনের চাকরীটা গেলে খরচ পত্রের কী হবে?

হারাণ। (উঠিয়া) সে জন্যে তুমি ভেবোনা, দিদি! বেটাছেলে আমি—ভাবনা কিসের? কালই একটা চাকরী জুটিয়ে নেবো।

হারাণ শুভদার সঙ্গে বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। হারাণ মাধবের কাছে আসে। শুভদা পেছনে।

হারাণ। কেমন আছো, মাধব ?

মাধব। কাল তুমি আসোনি কেন বাবা ?

হারাণ। কাল্ ? কাল—

মাধব। তুমি বুঝি আমার জন্যে ওষুধ আনতে গিছলে ? ওষুধ এনেছো, বাবা ?

হারাণ। এনেছি—

মাধব। ভাল ওষুধ ? খেলেই আমি সেরে যাবো ?

হারাণ। নিশ্চয়ই যাবে !

মাধব। তবে দাও,—খাই !

হারাণ। এখন নয়—রাত্রে খেয়ো বাবা।

মাধব। বাবা, আমায় একটা ডালিম কিনে দেবে ?

হারাণ। (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ দেবো !

হারাণ শুভদার দিকে এগিয়ে যায়।

হারাণ। আমায় আনা চারেক পয়সা দিতে পারো।

শুভদা। (মুখ তুলিয়া চোখ দিয়া প্রশ্ন করিল) কেন ?

হারাণ। একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে—না দিলে মান যাবে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া চার আনা পয়সা বাহির করিয়া দিল—পাশ হইতে হারাণ উঁকি মারিয়া দেখিল—বাক্সে অনেকগুলি পয়সা আছে।

হারাণ। থাকে তো আরও আনা আষ্টেক পয়সা দাও, মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেবো। (শুভদাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া) ভয় নেই—আমি কালই এ সব শোধ করে দেবো।

শুভদা মনে মনে ভাবে—আমি জানি এ পয়সা নিয়ে তুমি কী করবে —আর শোধ বা ফিরিয়ে কখনও দেবেনা। তবু তুমি স্বামী দেবতা—তুমি যখন চাইছো, তখন আমি না দিয়ে থাকতে পারবো না!

শুভদা। (স্বামীর হাতে একটি আধুলি দিয়া)—এখন কোথাও যেওনা; একটু শুয়ে থাকো—

হারাণ। ঘরে শুয়ে থাকলে কী আমার চলে! রাজ্যের কাজ সব আমার মাথার ওপর পড়ে আছে!

শুভদা। তবে যাও। আর সকালে সকালে ফিরে দুটো খেয়ো।

[হারাণ চলিয়া গেল। শুভদা বাক্সের খুচরা পয়সাগুলি গুণিয়া দেখিল, তাহার মনে হইতে লাগিল। সদানন্দের দেওয়া টাকার মাত্র এই অবশিষ্ট আছে। এই আমাদের শেষ সম্বল! তারপর কী হবে? ওর চাকরী নেই—হঠাৎ হবে বলেও মনে হয় না। ছেলেমেয়েরা কী খেয়ে বাঁচবে? ভগবান! যার কেউ নেই—সত্যিই কী তুমি তার আছো—]

[মাধবের ডাক তার ভাবনার তরঙ্গ ভেঙ্গে দিলো।]

মাধব। মা!

শুভদা। (কাছে গিয়া)—কী বাবা?

মাধব। বাবা কখন বেদানা আনবেন?

শুভদা। সন্ধ্যের সময়।—

*   *   *

রাস্তা দিয়ে হারাণ হন্ হন্ করে যাচ্ছে—দেখা যায় তারিণী চাটুজ্যের সঙ্গে। তারিণীর চেহারা দেখলেই মনে হয় সে নেশাখোর। সে হাতে গাঁজা টিপছিলো—

তারিণীর গলা শোনা গেল—আরে মুখ্যে! ও মুখুয্যে ভাইপো—! (হারাণ দাঁড়াইলো! —তারিণী আগাইয়া গেল।)

তারিণী। বলি এতো হন্ত দন্ত হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে কোথায় যাচ্ছো বাবা?

হারাণ। সংসারের তাগাদায় একটু তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে, তারিণী খুড়ো!

তারিণী। সংসার মায়া—জীবন যেন পদ্মপত্রের জল! এদিকে এসো বাবা, বড় তামাক চড়াচ্ছি!

হারাণ। ছেলেটার অসুখ করেছে—একটা ডালিম আনবো ভাবছিলাম।

তারিণী। ও স্ত্রী পুত্র কেউ কারো নয়, বাবা—তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমনী সমাজে—মহাজনের পদ।

হারাণ। দুর্ব্বল ভাবে বলছো! শরীরটাও কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে—মনটাও ভাল নেই—

তারিণী। আরে তাইতো বলছি। বদ লোকের কুপরামর্শে গাঁজা ছেড়ে দিইছিলাম। দিয়ে আজ হাতে ব্যাথা, কাল পায়ে ব্যাথা, পরশুদিন মাজা ঝন্ঝনানি, বুক ধড়ফড়, পেট গড় গড়, মাথা টন্টনানি—ক্ষিদে নেই, ঘুম নেই—একেবারে পক্ষাঘাত হবার মত। তারপর যেই আবার গাঁজা ধরলাম—ব্যস্ সব ব্যাধির

বালাই একেবারে পালাই—পালাই! যেমন ক্ষিদে তেমনি কোষ্ট সাফ্—তেমনি মেজাজ খোস্।

হারাণ। আমারও খুড়ো সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে! কেবল চাল নেই, ডাল নেই, কাপড় নেই, কেনবার পয়সা নেই—চারিদিকে কেবল অভাব আর অনটন। সংসারটা অতি নোংরা জায়গা।

তারিণী। সব মায়া প্রবঞ্চ বাবা—সব মায়া প্রবঞ্চ! সেই জন্যেতো আর্য্য ঋষিরা সন্ন্যাসী হতে বলেছেন। আর গাঁজা কলকে ছাড়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না,—ধরাও!

* * *

হারাণের বাড়ী। (মাধব ও শুভদা)। মাধব ঘুম হইতে উঠিল।

মাধব। মা, বাবা, আমার ডালিম এনেছেন?

শুভদা। এখনও তো তিনি ফেরেননি, বাবা।

মাধব। এখনও ফেরেননি—এতো রাত হলো?

শুভদা। রাত কোথায়, বাবা এইতো সবে সন্ধ্যে।

মাধব। সবে সন্ধ্যে! আমার এক ঘুম হয়ে গেছে। আমার ওষুধ কৈ—সেই ভাল ওষুধ! বাবা বলেছেন খেলে আমি সেরে যাবো—রাত্তিরে সেই ওষুধ খেতে হবে! কৈ ওষুধ দাও!

শুভদা। সে ওষুধ খাবার এখনও সময় হয়নি বাবা!

মাধব। এখনও সময় হয়নি, মা! আমি মরে গেলে সময় হবে?

শুভদা। ছিঃ বাবা, ওকথা বলতে নেই।

মাধব। বেশ করবো, বলবো! ভাল ওষুধ না দাও—তবে আমাকে ডালিম দাও। (ক্রন্দন)

শুভদা। চুপ করো বাবা—

মাধব। ডালিম না পেলে আমি কিছুতেই চুপ করবো না। আগে আমার ডালিম দাও।

শুভদা। ছিঃ লক্ষীটি! রাত্রে ডালিম খেতে নেই—জানোনা বুঝি—

মাধব। কেন? —কী হয় খেলে—

শুভদা। ডালিম ঠাণ্ডা কি না, রাত্রে খেলে অসুখ বাড়ে!

শুভদার অন্তরাত্মা ডুকরে উঠলো—ভগবান আর পারিনে সহ্য করতে, এই দুধের ছেলের কাছেও শেষে আমায় মিথ্যে বলতে হলো।

তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, মাধব তা দেখিল।

মাধব। মা (শান্ত ভাবে)।

শুভদা। কি বাবা—?

মাধব। আমরা খুব গরীব—তাই আমার ওষুধ আসেনা —ডালিম কেনবার পয়সা থাকেনা। না, মা। আমি আর ডালিম খেতে চাইবো না।

শুভদা বুকের মধ্যে মাধবকে জড়াইয়া ধরিল, ফিরিয়া দেখে অন্ধকারের ছায়ায় হারাণ দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেকক্ষণ আসিয়াছে।

শুভদা। (কাছে গিয়া) মাধুর বেদানা এনেছো?

হারাণ। ঐ—আ—হা—হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখে-ছিলাম—ছেঁড়া পকেট সমস্ত পয়সা পড়ে গেছে! থাকে তো

আর গণ্ডা আষ্টেক পয়সা আমায় ধার দাও। কাল তোমায় সব ফিরিয়ে দেবো।

শুভদা। আমার আর কিছুই নেই।

হারাণ। তা কি হয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তোমার কখনই ফুরোয় না।

শুভদা। সত্যই কিছু নেই!

হারাণ। কেন—! এই আজ দুপুরে দেখলাম যে অনেক-গুলো পয়সা, আর একটা গোটা টাকা রয়েছে!

(শুভদা নিস্তব্ধ) ছিঃ—আমায় দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না, সমস্ত টাকাটা দিয়ে বিশ্বাস না হয়—তবে গোণ্ডা অষ্টেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়!

শুভদা। আট আনা পয়সা ফেরৎ নিয়ে এসো—নইলে কাল ছেলে-মেয়েদের মুখে একটা দানা যাবে না।

শুভদা গোটা টাকাটাই তার হাতে দিল। হারাণ খপাৎ করে টাকাটা নিয়ে চলে গেলো—

শুভদা। তুমি স্বামী—! তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারা যে আমার পক্ষে কতোখানি গ্লানির তা যদি বুঝতে! আমি তো সমস্ত মন দিয়ে তোমাকেই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু তুমি যে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছো!

[সদানন্দের কণ্ঠ শুনালো—ওমা! মা জননী! ললনার প্রবেশ]

ললনা। মা! সদাদা বোধ হয় ডাকছে।

শুভদা। সদানন্দ! এখানে আসতে বল্—

[ললনা এগিয়ে যেতেই সদানন্দ প্রবেশ করলো।]

সদানন্দ। এই যে মা জননী, জেগে আছো দেখছি! নিস্তব্ধ দেখে আমি মনে করেছিলাম বুঝি সব নিশুতি। রাতও তো কম হলো না। সবার তো সদাপাগলার মত বাতিকের ছিট নেই—যে সারা রাত জেগে গাঁ পাহারা দেবে?

শুভদা। কী খবর বাবা সদানন্দ?

সদা। তোমার বাবা সদানন্দের খবর খুব ছোট্ট। আমার ডালিম গাছে মেলা ডালিম হয়েছিলো। গরু-বাছুর আর পাড়ার পাঁচভুতে খায়। মাধুর অসুখ শুনে দুটো নিয়ে এলাম—নাও।

শুভদা। এতো ডালিম নয়, বেদানা—এতো বড়! এ তোমার গাছে হয়?

সদা। (উচ্চহাস্যে) বলি আমার গাছে ডালিমের বদলে বেদানা ফলতে শাস্ত্রে বারণ আছে! ভগবান একটি বিরাট গাছ। যার মূল উঁচুতে, শাখা নীচে। উচ্চমূল-নিম্নশাখায়!

[শুভদা বেদানা নিয়ে মাধুর বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো।]

শুভদা। আমি জানি এ বেদানা তোমার গাছের নয়। কিনে এনেছো মাধুর জন্যে! আমি মাধুর মা, মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ললনা। আমার সঙ্গে তো কোন কথা বললেনা সদাদা?

সদা। কথা বলবার দরকার আছে?

ললনা। নেই?

সদা। মোটেই না! আমরা পিঠজোড়া যমজ ভাইবোন। মুখ দিয়ে বলবার দরকার হয় না। একজনের মনের কথা আর একজন এমনিই জানতে পারে।

ললনা। তোমার ঋণ শোধবার জন্যে আমি সব দিতে পারি সদাদা—যা চাও?

সদা। তবে চাই?

ললনা। চাও—আমি সব দিতে রাজী!

সদা। (উচ্চহাস্যে) পাগোল! পাগোল! পাগোল! আর দিতে চাইলেই কী দেওয়া যায়—না, দিলেই নেওয়া যায়! সত্যিকারের দিতে পারে কেবল দুজন—এক ভগবান, যার অনন্ত আছে—দিলেও ফুরিয়ে যায় না। আর পারে সন্ন্যাসী—যার কোন জিনিষে মায়া নেই। থাকা না থাকা যার কাছে সমান। দেবার মত লোক যখন আসে তখন তাকে চেষ্টা করে দিতে হয় না—জানবার আগেই সে নিয়ে নেয় সব, যা কিছু দেবার থাকে।

ললনা। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি সদাদা।

সদা। পদ্মের মৃণালে আগে আসে কাঁটা, তারপর আসে ফুল। শতদল যখন ফোটে সূর্য্যমুখি হয়ে, তখন মনে হয়—কাঁটার ব্যাথাও সার্থক হলো।

[সদানন্দ বেরিয়ে গেলো। জানলার সামনে দাঁড়ালো ললনা নীচের দিকে চেয়ে—]

সদানন্দ গাইতে লাগলো—

* * *

[গাঁজার আড্ডা। পাছায় ইট দিয়ে চক্রাকার মণ্ডলীতে গঞ্জিকা সেবীরা বসে। মাঝে হারাণ, তারিণী, নন্দ প্রভৃতি! শুই-সাঁই শুই-সাঁই টানে—ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আর কল্‌কে ঘুরছে। কেউ প্রেম ভক্তিতে গাঁজা কাটছে—কেউ বা হাতের তলায় গাঁজা ডলছে। তারিণী দম্‌ দিয়া কলকে হারাণের হাতে দিলো। হারাণ কলকের নীচের ন্যাকড়া ভাল করে জড়াইয়া টানিতে লাগিল।]

তারিণী। বলিহারী ভাই পো! তবে সামাল যেন কলকে ফাটিও না। তাহলে আবার এই রাত্রে কলকে খুঁজতে যেতে হবে কাতুর পাঁদারে।

হারাণ। (কলকে নন্দর হাতে দিয়ে) হ্যাঁ—! গাঁজা খেতো বটে রূপচাঁদ পক্ষী! গোপাল জলে ভেজান গাঁজা, আতর মাখিয়ে ঐ প্রেমভক্তিতে কাটতো। তারপর ইয়া বড় রূপোর কলকেতে সোনার তাওয়া দিয়ে—তাতে ন্যাকড়া নয়—গরদের সাড়ী জড়িয়ে টানতো। গাঁজা খাওয়ার পর বাটী বাটী ক্ষীর আর রাবড়ী।

নন্দ। (নবদ্বীপ হালদার) তা মুকুর্য্যে মশাই—আমাদের সেই দলে ঢুকলে হয় না?

তারিণী। দূর বেটা! সে রূপচাঁদ পক্ষী কবে মরে গেছে! আমার ঠাকুরদা তার দলের মেম্বার ছিলো।

নন্দ। ওরে বাবা! চাটুজ্যে খুড়ো তাহলে তিন পুরুষে গাঁজা খোর!

তারিণী। তিনপুরুষ বলছিস্ কিরে--সাতপুরুষ! আমরা গাঁজা খোরের মধ্যে নৈকষ্য কুলীন।

তারিণী। আমার খুড়ো গাঁজা খাওয়া এই দুই পুরুষে ভঙ্গ কুলীন। ঠাকুরদা পর্য্যন্ত মা কালীর নাম করে মাল চলতো। সঙ্গে পাঁঠা আর খাসী। বাবার থেকে কেবল এই জলপথ ত্যাগ করে এই শুকনো স্থল পথে! খুড়ো নতুন কলকে চড়াও।)

তারিণী। এই যে বাবা! কত দূর নন্দ!

নন্দ। এটা ছাড়ছি খুড়ো—

(হারাণ। ওকী গাঁজার জটারে—। মহাদেবের জটা—ও জটা শুদ্ধ দে! নেশা জমবে ভাল!

নন্দ। বোম্ চটকা! উড়ে যা ঘরের মটকা! যে বলে গাঁজার গন্ধ—তার ইয়ে করে পঞ্চানন্দ! পেসাদ করে দাও মুকুজ্যে মশাই!

হারাণ।—(টান দিয়া কলকে তারিণীকে দিলো) (তারপর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে)—হ্যাঁ, নেশা করতে হলে—করতে হয়—পঞ্চরং নেশার রাজা! কলকাতার রাত্রি বাজারের সনৎ বাঁড়ুজ্যে —বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি উড়িয়ে দিলো—শুধু পঞ্চরং-এ।

নন্দ। ওরে বাবা! বিশ লাখ বলো কী মুকুর্যে মশাই!

হারাণ। তারা নবাবের বাড়ীর মুহুরী ছিলো, তখন বাংলার নবাবের বাড়ীর অতিথি হয়েছিলো—দিল্লীর বাদশা। বাদশায় নেশা করে আর মৌজ হয় না। নবাবের মুণ্ডু নিয়ে টানাটানি! তখন মুহুরী মুকুর্য্যে পঞ্চরং করে খাওয়ালো বাদশাকে। দুটান দেওয়ার পর বাদশা মুর্শিদাবাদে চোখ বুজলেন—সেই চোখ খুললেন গিয়ে তিন মাস পরে দিল্লীতে। খুশী হয়ে নবাব দিলেন —বিশ লাখ টাকার সম্পত্তি।

নন্দ। গুলি খাই বটে—মাঝে মাঝে—কিন্তু পঞ্চরং টা—কী মুকুর্জ্যে মশাই।

হারাণ। ইয়া ডাবা ফরসীতে মদ, অম্বুরী তামাকের সঙ্গে গাঁজা, আফিং, চরশ, চণ্ডু মিশিয়ে ধুনুচীর মত তাওয়া দেওয়া কলকে!

তারিণী। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই ভাইপো, তখন বাড়ীতে সিদ্ধির বন গাঁজার ক্ষেত, আফিংএর গাছ আর মদের ভাটী—গান ধর নন্দ।

নন্দর গান। ও গাঁজা খাবোনা, খাবোনা মনে করি—
একটান্, দুইটান্ হাতী আন, ঘোড়া আন্
তিন টানে মাথা ঘুরে মুরি।
একবার গাঁজা না খেতে পেয়ে করেছিলাম চুরি।
তিনটে কাপড়, তিনটে জামা, তিনটে মশারী
গেলাম মেছোবাজারে, দিলাম তিন আনায় ঝাড়ী
পুলিশ এসে হাত ধরে, বলে চল শ্বশুরবাড়ী”

কোথায় গান?

হারাণ এ-পকেট, ও-পকেট, ঝেড়ে দেখে যে একটাও পয়সা নেই! তার মনে পড়লো মাধুর কথা “বাবা আমার জন্মে ডালিম কিনে এনো”—মনে পড়লো বিষণ্ণ বদনে শুভদার টাকা দেওয়ার কথা। সে উঠে পড়লো!

হারাণ গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে। হারাণের বাড়ীতে ঠিক সেইমত ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে শুভদা বসে আছে—স্বামীর প্রতীক্ষায়।

হারাণ পৌছুল কাতুর বাড়ীর দরজায়। শুভদা উঠে দরজা খুলে অন্ধকারে দেখলো হারাণ আসছে কিনা। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফের্ বসলো।

কাতুর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে হারাণ—

হারাণ। কাতু ; ও কাতু—বলি কাতু বাড়ী আছো ? (চীৎকার করিয়া)—বলি—বাড়ী থাকোতো দরজাটা একবার খুলে দাও।

কাতু হারাণের কণ্ঠ শুনিতে পাইল, বলিল—কে ?

হারাণ। আমি—আমি—[কাতু দরজা খুলিয়া দিল]

কাতু। উঃ! উঃ! পেটে ব্যথা—। অতো ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলে কেন ?

হারাণ। চেঁচাই কী সাধে। দরজা খুলে দিলে আর চেঁচাতে হয় না।

কাতু। না বাপু, অতো আমার সইবে না—আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন তখন এসে যে চেঁচাবে তা হবে না। গোলমাল আমার ভাল লাগে না। এ পথে নেমেছি বলে—মান মর্য্যাদা একেবারে খোয়াই নি! উঃ! উঃ! (কাতু বিছানায় বসিল।)

হারাণ। পেটে ব্যথা হয়েছে—তাতো জানিনি!

কাতু। উঃ! তা তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজনে! তা একা রাত্তিরে কেন ?

হারাণ। একটু কাজ আছে—

কাতু। এতো রাত্রে আবার কী কাজ!

হারাণ। বলছি—আগে একটু তামাক খাওয়াও।

কাতু। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও। আমায় জ্বালাতন কোরো না। আমি একটু শুই।

* * *

[হারাণের বাড়ী—শুভদা তেমনি করে বসে আছে—স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রদীপে তেল নেই—মিট্-মিট্ করে বুক পুড়ছে। ললনার প্রবেশ—]

ললনা। মা—রাত দুপুর হয়ে গেছে তুমি এখনও না খেয়ে বসে আছো ; খেয়ে নিয়ে শোবে চলো।

শুভদা। তুই শুগে যা মা—আমি আর একটু দেখি—যদি ফেরেন।

ললনা। এখনও যখন ফেরেন্‌নি, তখন আজ আর বাবা ফিরবেন না।

শুভদা। এখনও তার ফিরবার সময় যাই নি। চাকুরীর চেষ্টায় হয়তো ঘুরছেন—হয়তো কাজের গতিকে কোথাও আটকে গেছেন। তুই শুগে যা মা ; মাধু একলা আছে।

ললনা মার দিকে তাকিয়ে চলে গেল

শুভদা। না—দেখলেও আমার মন বলে দিচ্ছে—তিনি কোথায় আছেন ; নিজের জন্যে আমার আর দুঃখ নেই। আমি পাথর হয়ে গেছি। দুঃখ কেবল ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়েছে, তারা জানতে পারলে তোমাকে যে ছোট মনে করবে। তা আমি কেমন করে সইবো।

* * *

[কাতুর বাড়ী—হারাণ হুকা রাখিয়া কাতুর কাছে গেল। কাতু মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে।]

হারাণ। কাতু আমাকে আজ দুটো টাকা দিতে হবে!

কাতু। (হারাণের দিকে মুখ করিয়া) টাকা ; টাকা আমি কোত্থেকে দেবো!

হারাণ। বড় দরকার কাতু! আজ আমাকে দয়া করতেই হবে!

কাতু। বলি—থাকলে তো দয়া করবো? তুমি যা দিয়েছিলে স্যাকরাকে দিয়ে এসেছি।

হারাণ। দুটো টাকা তোমার কাছে নিশ্চয়ই আছে। টাকার অভাবে আমার বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না—আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেইছি—লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কাতু আজ আমায় বাঁচাও।

কাতু। মিছামিছি কেন ভ্যান্ ভ্যান্ করছো! থাকলে তো বাঁচাবো? আমার একটি পয়সাও নেই।

হারাণ। (রাগ করিয়া) কেন থাকবে না? এতো টাকা তোমায় দিলাম—আমার অসময়ে দুটো টাকা বেরোয় না।

কাতু। (উঠিয়া চীৎকার করিয়া) বলি--টাকা কি আমায় অমনি অমনি দিয়েছো—তার বদলে কিছু নাওনা? তখন কি কথা ছিলো—টাকা তোমায় ফিরিয়ে দেবো।

হারাণ। তবু ভালবেসে একটু উপকার করো—

কাতু। মুখে আগুন—অমন ভালবাসার। আমি কি তোমার ঘরের ইস্ত্রী—যে তুমি ছাড়া গতি নেই—তাই উপোষ করেও ভালবাসবো! যেখানে পেট ভরবে, যেখানে টাকা সেইখানেই আমার যত্ন, আমার ভালবাসা। যাও বাড়ী যাও। এতো রাত্তিরে আর বিরক্তি কোরো না!

হারাণ।—(অসহায় ভাবে) কাতু! এতদিনে কী সব ফুরোলো?

কাতু। হ্যাঁ ফুরোলো! কথাটা যখন তুললে স্পষ্ট কোরেই বলি। গাঁয়ে তোমার নামে ঢী ঢী পড়ে গেছে! নেশাখোর, নষ্ট চরিত্তির আর চোর বলে। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে। চাকরী বাকরী নেই। কোনদিন আবার আমার সর্ব্বনাশ করে ফেলবে। তার চেয়ে আগে থেকে পথ দেখো। এখানে আর এসো না!

হারাণ। এখানে আর আসবো না? তোমার জন্যে আমার সব হলো, তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্য আমি স্ত্রীপুত্র দেখিনে। শেষে তুমিই কাতু—

কাতু। ঠাকুর করুণ যেন তোমার চোখ ফোটে। তোমার অহিত আমি চাইনে। ভালর জন্যেই বলছি—এখানে আর এসোনা—গাঁজার আড্ডায় আর ঢুকো না—স্ত্রীপুত্র দেখোগে। একটা চাকরী বাকরী করো—ছেলেমেয়ের মুখে দুটো ভাত দাও। তারপর প্রবৃত্তি হয়তো নেশাভাং—সখ আর আমরা—

[বালিশের তলা হইতে দশটা টাকা লইয়া হারানের হাতে দিল কাতু।]

হারাণ। আমার দরকার নেই।

কাতু। দরকার আছে। এ টাকা না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সকলকে উপোষ করতে হবে—রোগা ছেলের মুখে একটু ওষুধ পথ্যি পড়বে না।

হারাণ। একথা তুমি কেমন করে জানলে—?

কাতু। আমি নিজে গিয়ে সব দেখে এসেছি, তোমার হাঁড়ীর খবরও আমি জানি।

হারাণ। ওঃ!

কাতু। আমাদের আটঘাট—বেঁধে চলতে হয়। তোমাদের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে! আত্মীয়বন্ধু—আছে, একবার পড়লে আবার উঠতে পারো। কিন্তু আমাদের আহাহা বলবার কেউ নেই সংসারে। না খেয়ে মরে গেলেও কেউ দেখবে তো নাই—ই, বরং ধিক দেবে! লোকে বলে যার কেউ নেই—তার ভগবান আছেন। আমাদের সে ভরসাও নেই! কাজেই আমাদের খুব সাবধানে দেখেশুনে সংসারে পা ফেলে চলতে হয়। টাকা দশটা তোমার স্ত্রীর হাতে দিও। তবু দুদিন সকলে পেট ভরে খেতে পাবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখোনা। শুনছো ?

হারাণ। (অন্যমনস্কভাবে) – হ্যাঁ—

কাতু। (হারাণের হাত ধরিয়া) অনেক রাত হলো, আজ আর কোথাও যেওনা ; এইখানেই শুয়ে থাকো। মনের জ্বালায় কতো কথা বলি। কিছু মনে করো না—আমারই মন চায় তোমায় ছেড়ে দেই !

হারাণ মুহূর্ত্তরে শ্মশান বৈরাগ্য ভুলিয়া গিয়া কাতুর বিছানাতেই শুইয়া পড়িল।

হারাণের বাড়ীতে স্বামীর বাড়াভাতের সামনেই শুভদা আঁচল পাতিয়া মাটিতে শুইয়া আছে। দপ্‌ দপ্‌ করিয়া তৈলহীন প্রদীপটি নিভিয়া গেল।

সকালে দেখা গেলো শুভদার হাতের ওপর হারাণের হাত একটি একটি করিয়া দশটি টাকা গুণিয়া দিতেছে।

হারাণ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ!

শুভদা। কিন্তু এ টাকা তুমি কোথা থেকে পেলে?

হারাণ। শুভদা, তোমার কী মনে হয়—এ টাকা আমি চুরি করে এনেছি? (হারাণ এগিয়ে যায়)

শুভদা। ঈশ্বর না করুণ, তোমার ও মতিভ্রম যেন আর কখনও না হয়! চুরির ধন খাওয়ার আগে আমি যেন অনাহারে মরি! কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা—ভগবান তাদের অনাহার আমি মা হয়ে দেখব কেমন করে?

শুভদা টাকা দশটা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

শুভদা। কাল রাত্রে কোথায় খেলে?

হারাণ। আমার খাবার অভাব। আমাকে কেনা জানে? গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেলো—তারিণী খুড়ো বল্লো এখানেই খেয়ে যাও। বাস্ সেখানেই খাওয়া, সেখানেই শোওয়া।

হারাণ বেরিয়ে যায়—রাসমণির সঙ্গে দেখা হতে

রাসমণি। এই সারারাত্রি পরে এলি, এখনই আবার কোথায় যাস—

হারাণ। চাকরীর চেষ্টায়—

* * *

হারাণের চাকুরীর চেষ্টা। একটি দোকানের সম্মুখে হারাণ।

হারাণ। দেখুন আমি দোকানের খাতা লেখা থেকে আরম্ভ করে জমিদারী সেরেস্তায় হিসেব নিকেশ সব কাজই জানি।

(ক) দোকানদার—তা আমি অস্বীকার করছিনে—তবে তবিল তোমার হাতে দিয়ে বিশ্বাস করি কেমন করে ?

*　　*　　*

(খ) দেখো মুকুর্য্যে সত্যি কথায় কিছু মনে কোরো না। লম্পট নিয়ে ঘর করা যায় কিন্তু চোর নিয়ে ঘর করা যায় না। বুঝলে।

*　　*　　*

(গ) দশ খানা গাঁয়ের লোকের মুখে তো তুমি বাধা দিতে পারবে না। সকলেই জানে তুমি জমিদারের তহবিল ভেঙ্গেছো। তারা দয়া করে বামুন বলে তোমায় জেলে দেয়নি।

*　　*　　*

(ঘ) তুমি যে সব কাজ জানো সে সব বিশ্বাসের কাজ। একবার বিশ্বাস হারালে কেউ তাকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে না।

*　　*　　*

(ঙ) হারাণ। শিবপূজো, নারায়ণপূজো, থেকে দশকর্ম্ম সব জানি—পুরুতঠাকুরের কাজটা আমাকে যদি দেন ?

গৃহস্থ। কেমন করে দেই। শেষে যদি পূজোর বাসন আর নৈবিদ্যির থালা নিয়েই সরে পড়ো ?

*　　*　　*

(চ) (হারাণকে দেখে) সেই তবিল মারা মুকুর্য্যে যাচ্ছে। জমিদার মহাশয়ের লোক তাই জেলে না গিয়ে এখনও বাইরে রয়েছো।

*　　*　　*

(ছ) (হারাণকে দেখাইয়া) সেই চোরটা যাচ্ছেরে ! শালা একেবারে পাকা চোর। অতবড় জমিদারের তবিল ফাঁক করে হজম করে ফেল্লো !)

*　　　*　　　*

(জ) দুর্গা ! দুর্গা ! আজ কপালে কী আছে, জানিনে। সকালে উঠেই সেই বদমাইস চোরটার সঙ্গে দেখা !

(হারাণের চাকুরীর চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় শুভদার বাক্সের টাকা ফুরাইতেছে ও হারাণ গাঁজায় আরও জোরে দম দিতেছে।)

*　　　*　　　*

(হারাণের বাড়ী শুভদা হারাণের পা টিপিতেছে।)

শুভদা। আমি জানি তুমি কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাকেই বা একথা বলি। একি কাউকে বলবার কথা ? সবই হয়েছে—লোকের দুয়োরে হাত পেতে ভিক্ষে করা পর্য্যন্ত—এখন শুধু না খেয়ে মরা বাঁকী।

হারাণ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলে—

শুভদা। আর একটাও টাকা নেই—সব ফুরিয়ে গেছে !

হারাণ। দশটাকা আর কতদিন থাকে ! (হারাণ উঠিল)

[শুভদা কিন্তু আজ হাঁড়ী চড়বেনা—আর কারো জন্যে ভাবিনে—কিন্তু মাধু আর ছলনা—ভগবান]

হারাণ চলিয়া গেলো—

শুভদা বাহিরে আসিয়া বসিল। ললনা উঠানে ঝাঁট দিতেছিলো।

ললনা। মা, তুমি আজ এখনও ঘাটে গেলেনা—বেলা যে অনেক হলো '

শুভদা। এই যাই—

ললনা। অমন করে বসে আছো যে ?

শুভদা। কী আর করবো ?

ললনা। নাবেনা ভাত চড়াবেনা ?

শুভদা। আর কিছুই নেই—?

ললনা। কী নেই— ?

শুভদা। ঘরে একমুঠো চাল পর্য্যন্ত নেই—

ললনা। তবে কী হবে মা ? মাধু, ছলনা এরা কী খাবে ?

শুভদা। ভগবান জানেন !

[ছলনার প্রবেশ—হাতে পুতুল পুঁতির গয়না পরা—]

ছলনা—মা ভাত দাও। দেখ দিদি, কীরকম গয়না পরিয়েছি। আমার পুতুলকে ! বেলা হয়েছে, ভাত দাও মা ! (এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া) ভাত বুঝি এখনও হয়নি !

শুভদা। না !

ছলনা। কেন হয়নি শুনি ! ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বালা ধরে যাচ্ছে। তুমি বুঝি এতো বেলা পর্য্যন্ত বসেছিলে ?

[রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া গিয়া]—উনুনে আগুন পর্য্যন্ত এখনও পড়েনি বুঝি ?

শুভদা। এইবার দেবো— !

ছলনা। (যেন বুঝিয়া) মা এখনও পর্য্যন্ত কিছু হয়নি কেন ?

শুভদা দূর হইতে মাধবের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল

"মা ! ওমা !

ছলনা। তুমি বোসো, মা, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি
(চলিয়া গেলো)

ললনা। এতোক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া দরজা খুলিতে সদানন্দের গলা শুনিতে পাইলো। সে বাহির হইয়া গেল।

* * *

[দেখা গেলো—নদীর নির্জন পাড়ে—একটা খুব নিরিবিলি জায়গা একরাশ ছাই লইয়া হারাণচন্দ্র গায়ে মাখিতেছিল।

* * *

সদানন্দের বাড়ী গিয়া ললনা দেখে বাড়ীতে কেউ নেই। ঘরের দরজায় প্রকাণ্ড একটা কুলুপ ঝোলানো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কুলুপটির দিকে তাকাইয়া রহিল। কৃষাণ কুঞ্জ গরু লইয়া আসিতে—ললনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।]

ললনা। হাঁ কুঞ্জ, সদাদাদা কোথায় গেছেরে ?

কুঞ্জ। তেনার পিসীমার শশুরবাড়ী তেনাকে লয়ে। পিসী-ঠাকুরুণ কাশীধাম যাবেন কিনা, তাই।

ললনা। কখন ফিরবে বলে গেছে ?

কুঞ্জ। ফিরবেন নিশ্চয়ই—। ও পাগলা ঠাকুর বাড়ী ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তবে খেয়াল তো—হয়তো সন্ধ্যে মুখো আসবে।

ললনা। আসতে সন্ধ্যে হবে।

সে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

* * *

শুভদা তেমনি করে বসে আছে হারাণের বাড়ীতে।

* * *

[দেখা গেল—চেনা যায়না—এমনভাবে ছাইমাখা হারাণ এক গৃহস্থের দরজায় ভিক্ষা করিতেছে।]

হারাণ। (হিন্দুস্থানীদের অনুকরণে) জয় হোক মাই—বেটা-বেটী তোর তোর সুখে থাক্—কাশীবিশ্বনাথের পাণ্ডাকে এক মুঠো চাউল আউর এক মুঠো পয়সা দে! বাবা বিশ্বনাথের দোয়া হোবে—মা অন্নপূর্ণার দোয়া হবে—তোর সংসারে—ধনদৌলত সব উৎলে পড়বে!

[একটি মেয়ে এসে তাকে কিছু চাল, দু'একটা আলু পটল দিয়ে গেলো।]

হারাণ। বাবা বিশ্বনাথ তোকে সুখে রাখুন! মা, অন্নপূর্ণা তোকে রাজরাণী করুন।

বাহিরে আসিয়া হারাণ পয়সাটা চালের মধ্য হইতে বাছিয়া আলাদা ট্যাঁকে রাখিল।

* * *

সদানন্দের দরজায় বসে কাঁদছে ললনা নিঃশব্দে। দূরে সদানন্দের গানের আওয়াজ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে চোখ মুছলো।

সদা। একি ললনা! এতো বেলায়? চোখ অতো লাল কেন?

ললনা। তোমার কাছে মিথ্যে বললে আমার পাপ হবে। কাঁদছিলাম।

সদা। কাঁদছিলে! কিন্তু (ললনা নিঃস্তব্ধে সদাদাকে দেখতে লাগলো) যে কথা বলতে এসেছো তা বল্লে না তো? বুঝেছি লজ্জা করছে! (হাসিয়া) সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করতে হয়!

ললনা। সদা পাগলা জানলে আস্‌তাম না, সদাদা বলেই এসেছি!

সদা। তাহলে তো লজ্জা সঙ্কোচের কোন কারণই নেই! মেয়ে কিনা তাই বুক ফাটেতো, মুখ ফোটেনা! এতো বেলা পর্য্যন্ত স্নান হয়নি, মুখখানা শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে, খাওয়া পর্য্যন্ত হয়নি! বেলা প্রায় দুটো।

ললনা। সদা দা—আমার—

সদা। বলতে হবে না—বলবার দরকার নেই। মনে নেই আমরা পিট জোড়া—যমজ ভাইবোন! মন আমার বলছিলো—কিন্তু দেখলাম—হারাণ কাকা বাড়ীতে আছেন—তাই বেশী বুঝতে গিয়ে ভুল বুঝলাম! দাঁড়াও।

[সদা কুলুপ খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ললনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল! সদানন্দ বাহির হইয়া আসিল। ললনার আঁচল দিয়া তাহার জল মুছাইয়া দিল।]

সদা। এই রকম চোখ নইলে কী আর চোখে জল মানায়—! তাই আমার শতদলের দলে জল লেগেই আছে! মহাকবি কালিদাস! তুমি যা কল্পনায় দেখেছো আমি তাই চোখে দেখলাম!

সদা ললনার আঁচলে অনেকগুলি টাকা বাঁধিয়া দিলো।—

ললনা। আমি একটা টাকা চাইতে এসেছিলাম—দাদা, কিন্তু এতো টাকা?

সদা। রেখে দিলে টাকা পচে যাবে না। নিশ্চয়ই! কোন লজ্জা কোন সঙ্কোচ নেই! ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নেওয়া।

কারো জানবার দরকার নেই। (হাসিয়া) ভালবাসা যে বিনি সূতোর মালা! (উচ্চহাস্যে) চুপ সদা পাগলা—আমি কাবলে-ওয়ালার উপর টাকায় চার পয়সা হারে সুদে ধার দিলাম ?

সেই ভাবে ছাইএর আবরণে নিজেকে গোপন করে হারাণ ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। তখন প্রায় সূর্য্য ডোবে।

* * * *

[হারাণের বাড়ী—মাধু ঘুমিয়ে পড়েছে! পিসীমার ডাকে তার গায়ে কাপড় টানিয়া দিয়া ললনা নীচে আসিল।]

রাসমণি। সে অলগ্নে ড্যাকরার জন্যে তোর মা এখনও না খেয়ে বসে আছে। দেখ যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে মুখে কিছু দেওয়াতে পারিস।

[স্বামীর জন্য ভাত বাড়িয়া ঢাকিয়া—আসনের কাছে শুভদা তেমনি করে বসে আছে। ললনার প্রবেশ।]

ললনা। মা—বাবার জন্যে আর বসে থেকে লাভ নেই। সন্ধ্যে হয়ে এলো—তুমি দুটো মুখে দিয়ে নাও!

[শুভদা। তুই আর পীড়াপিড়ী করিসনে মা; তিনি যাইহোক তিনি স্বামী। তিনি এখনও অনাহারে! মুখে দেওয়া বল্লেই কী দেওয়া যায় ? তুই কেমন করে বুঝবি—পোড়া কপালী।]

[মাকে নিরুত্তর দেখিয়া—ললনা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া ললনা প্রদীপ জ্বালিল।) হারাণ প্রবেশ করিল।]

হারাণ। একজনদের খাতা লিখে সামান্য কিছু পয়সা পেইছিলাম। তাই দিয়ে চাট্টি চাল ডাল আনাজ কিনে নিয়ে এলাম! ধরো!

শুভদা। (হারাণের কাপড় হইতে চাল নিয়ে দেখিল—সরু মোটা আতপ সিদ্ধ নানা রকমের চাল ও আনাজ আলাদা করিতে করিতে)—এযে ভিক্ষের চালের মত [ললনা চমকাইল] সরু মোটা, আলো, সিদ্ধ—নানা রকমের চাল—একসঙ্গে মেশানো!

হারাণ। হ্যাঁ, ঐ চালটাই সব চেয়ে সস্তা—তাই নিয়ে এলাম।

শুভদা। [শুভদার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল] আমি কি বুঝতে পারিনি মনে করো কেমন করে তুমি এ চাল সংগ্রহ করেছো! এতো—এও হলো! দোষ তোমার নয় আমাদের কর্ম্মফল।]

*　　　*　　　*

[হারাণের বাড়ী।—মাধু চুপ করে শুয়েছিলো—ললনা ঢুকলো।]

ললনা। একমনে ওদিকে চেয়ে কি ভাবছিস, মাধু?

মাধু। বদ্দি—আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারবো না!

ললনা—(সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া) কেন ভাই ভাল হতে পারবিনে—? আর কদিন পরেই তুমি সেরে উঠবে!

মাধু। কতোদিন তো কেটে গেলো কই সেরে উঠলাম না তো?

ললনা। এইবার নিশ্চয়ই—ভাল হবে!

মাধু। আচ্ছা দিদি ভাই,—যদি আর ভাল না হই?

ললনা। ছিঃ! ওকথা মুখে আনতে নেই! কিছু খাবি মাধু?

মাধু। না!

ললনা। তবে ওষুধটা খেয়ে নাও। (ওষুধ ঢালল) আমি জল দিচ্ছি।

মাধু ওষুধ হাতে নিয়ে ফেলে দিলো।

ললনা। ও কী মাধু—!

মাধু। আমি আর ওষুধ খাবো না—!

ললনা। ওষুধ খাবিনে কেন—?

মাধু। মিছি মিছি খাবো কেন? ভাল যখন হব না তখন ওষুধ খেয়ে কি হবে?

ললনা। কে বলছে তুমি ভাল হবে না?

মাধু। আমার ছোট—ভাই যাদুর অসুখ করেছিলো—আমার মত অসুখ। কৈ? তো—ভাল হলো না। সে মরে গেলো। বাবা কাঁদলো, মা, কাঁদলো—তুমি কাঁদলে সবাই কাঁদলো—! কিন্তু যাদু আর এলো না! বদ্দি, আমি যদি তার মত মরে যাই—তখন কী হবে?

ললনা। (চোখের জল রাখিতে না পারিয়া) কিছু না! শুধু আমরা কাঁদবো—! কান্না ছাড়া গরীবের আর কিছু করতে পারে না।

মাধু। মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়—?

ললনা। ঐখানে আকাশের ওপরে।

মাধু। আকাশের ওপরে! সেখানে গিয়ে কার কাছে থাকবো?

ললনা। আমার কাছে।

মাধু। আচ্ছা, দিদি, আমাদের সেখানে বাড়ী আছে?

ললনা। আছে খুব ভাল বাড়ী!

মাধু। বেশ হবে! দিদি ভাই—তুমি আর আমি সেখানে গিয়ে থাকবো!

ললনা। হ্যাঁ, ভাই, তুই আর আমি।

মাধু। আচ্ছা দিদি—সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়?

ললনা। যায়—

মাধু। ডালিম বেদানা—আঙ্গুর—সব আছে?

ললনা। সব আছে!

মাধু। সেখানে কবে যাওয়া হবে, দিদি?

ললনা। মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

মাধু। কেন মাও যাবে। আমি ডেকে নিয়ে যাবো!

ললনা। তা মা যদি না যায়?

মাধু। মা—কী সেখানে যাবে না—একেবারে?

ললনা। যাবে সে অনেকদিন পরে।

মাধু। আগে আমরা যাবো, তারপরে মা যাবে। মাকে জিজ্ঞাসা করবো, দিদিভাই?

ললনা। খবর্দ্দার না, মাধু! মাকে বল্লে তিনিও যাবেন না। আমাকেও যেতে দেবেন না। মাকে কখনও যাবার কথা বলবিনে। কেমন—?

মাধু। মাকে আমি বলবো না, দিদি! তুমি আমাকে ওষুধ খাইয়ে দাও— আমি শুয়ে থাকি?

[চোখের জলের ধারা নিয়ে ললনা মাধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।]

*   *   *   *

গাঁজার আড্ডায় হারাণ।

*   *   *   *

হারাণ ভিক্ষে করে ফিরছে সন্ন্যাসীবেশে।

*   *   *   *

হারাণের বাড়ী। শুভদা ও মাধব।

শুভদা। ওষুধ দেই, বাবা ?

মাধু। দাও (ওষুধ খাইলো)

শুভদা। এইবার একটু জলসাবু খাও, কেমন ?

মাধু। হ্যাঁ—দাও (জলসাবু খাইয়া ফেলিল—একচুমুকে)

শুভদা। মাধু আজ কাল কী লক্ষীছেলে! ওষুধ খেতে সাবু খেতে আপত্তি করে না। এটা খাবো না ওটা খাবো না—বলেনা, এ দাও, ও দাও করে বায়না নেয় না—কতো শান্ত ছেলে আমার সোনার মাধু!

মাধু। মা, তুমি নিচে গিয়ে বড়দিকে এখানে পাঠিয়ে দেওনা ?

শুভদা। বড়দির সঙ্গে আজকাল এতো কী কথা বলিসরে—দিনরাতই দেখি বড়দির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে গল্প হচ্ছে ?

মাধু। বড়দিকে ডেকে দাওনা, মা!

শুভদা। মাধু—এখন আমাকে ছেড়ে বড়দির কাছেই থাকতে পারো, না ?

মাধু। হ্যাঁ!

[হারাণের প্রস্থান। নীচের জানালায়—সদানন্দের গান শুনতে পাইয়া ললনা নীচে নেমে এলো। সদানন্দের সঙ্গে তার দেখা।]

সদা। এই যে মার পেটের বোন!

ললনা। কী সদাদা!

সদা। কাশী যাচ্ছি। পিসীমাকে নিয়ে—আজই—

ললনা। সেকী!

সদা। বুড়ীর আর বেশী দিন নেই! ঝোঁক হয়েছে কাশীতে মরে একেবারে শিবলোক যাবেন। বাপ মা মরা এই পাগলাটাকে মানুষ করেছিলো—কোলে পিঠে করে—সেই ঋণটা শোধ করতে হবে! কাজেই—

ললনা। বুঝতে পারছি—কিন্তু কবে ফিরবে।

সদা। বাবা বিশ্বনাথই জানেন—। তাড়াতাড়িও আসতে পারি—আবার দু'মাসও হতে পারে!

ললনা। তুমি চলে গেলে সারা গ্রামটা যে আমার কাছে বন হয়ে যাবে—পাগলা ভাই!

সদা। বিশ্বনাথ দেখতে গিয়ে আমিও ঐ পুঁই মাচাই দেখবো! আমার অবস্থাও ঐ ভরত মুনির মত?

ললনা। ভরতমুনি?

সদা। সংসার ত্যাগ করে বনে গেলেন ভরত ভগবান ভজবেন বলে। নদীর ধারে ধ্যানে বসেছেন এমন সময় দেখেন—বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এক আসন্নপ্রসবা হরিণী—লাফ দিয়ে নদীর এপারে পড়লো! সঙ্গে সঙ্গে একটি শাবক প্রসব করে হরিণী গেল মরে! ভরত মুনি নিলেন সেই অসহায় হরিণশিশুর লালন

পালনের ভার। সাধন ভজন তাঁর মাথায় উঠলো! দিন কাটে তার হরিণ শাবক নিয়ে। মরণ কালেও ভগবানের কথা মনে এলো না। মনে পড়তে লাগলো কেবল সেই হরিণের কথা—মরে গিয়ে তিনি হলেন হরিণ। মরেও আমার মুক্তি হবে না—! আমি হবো—মরে—সূর্য্যমুখী শতদল। ঐ দেখো যার জন্যে এলাম—সেই আসল কাজটাই ভুলে গেছি—বক্‌তে বক্‌তে। সাধে কী লোকে আমায় পাগলা বলে!) এই নাও—

ললনা। কী এটা—

সদা। পোঁটলা—

ললনা। কী আছে—এতো ভারী!

সদা। সংসারের সব চেয়ে ভারী জিনিষ এতে আছে—মানে টাকা।

ললনা। টাকা।—কতো—?

সদা। তাকি আমি গুণে দেখেছি—৫০।১০০ হতে পারে।

ললনা। এতো টাকা!

সদা। গুণতে অনেক, কিন্তু খরচ করতে বেশী নয়। সাবধানে থাকবে। কেমন—? চলি।

(সদা চলিয়া গেল—ললনা চাহিয়া রহিল। সদানন্দ ফের ফিরিয়া আসিল।)

সদা। আচ্ছা বিশ্বনাথের কাছে গিয়ে—কী বর চাহিব বলতো?

ললনা। আমার জন্যে, না তোমার জন্যে?

সদা। ওহো—আমারি ভুল। অন্তরযামী যিনি তিনি তো সবই জানেন মনের কথা!

"মন না রাঙ্গায়ে—বসন রাঙ্গালি, কী ভুল করিলি যোগী"। —ও পাথরের শিবের কাছে মাথা কুটে লাভ নেই। তাহলে পাহাড় পূজো করলেই হয়। "শুনহে মানুষ ভাই—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। —মহাজনের পদ। [ফের গিয়া আগাইয়া আসিল]—কী জানি মহাদেবের মনে কী আছে! যদি কাশী প্রাপ্তি হয় তবে মনে করে রেখো—এই পাগলা দাদাকে—!

ললনা। সদাদা—(প্রণাম করলো)

সদা। ওরে হবে হবে। এতোখানি তপস্যা কি মিথ্যে যায়! অন্ধকার কেটে গিয়ে—তরুণ তপন উঠবে। তখন ফুটবে আমার সোনার পদ্ম! [চলে যায় সদা পাগলা]

শুভদা। সদানন্দ এসেছিলো বুঝি?

ললনা। হ্যাঁ পিসীমাকে নিয়ে কাশী যাচ্ছে। এই টাকা কটা দিয়ে গেলো—

শুভদা। এই এতো টাকা! এতো টাকা কি মানুষ মানুষকে দিতে পারে? ও কি সত্যই পাগল!

ললনা। দেবতাদের কখনও দেখিনি। তারা যদি থাকেন তবে তারা—নিশ্চয়ই সদাদার মত।

*　　　*　　　*

[দূরে চলে যায়—সদানন্দের নৌকো ! শোনা যায় তার গলার গান ।]

[কলসী কাঁখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে ললনা। হাত জোড় করে তার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। কৃষ্ণঠাকুরুণের প্রবেশ। সঙ্গে মোক্ষদা।]

কৃষ্ণ। সূর্যি নমস্কার—করছিস্ বুঝি ললনা !

ললনা। না পিসী শিবঠাকুরকে !

[ললনা চলিয়া গেল—কৃষ্ণ ললনার দিকে চাহিয়া মোক্ষকে—]

কৃষ্ণ। আজকাল হারাণ মুকুর্য্যের অবস্থা বেশ ফিরছে। দেখলাম এতো বড় একটা মাছ নিয়ে ফিরছে।

মোক্ষ। ওমা সেকিগো,—এই সেদিন শুনলাম—অর্দ্ধেক দিন হাঁড়ী চড়ে না !

কৃষ্ণ। ভগবান নন্দীর মোটা তবিল ভেঙ্গেছিলো—সেই টাকা—!

মোক্ষ। তা কেমন করে হবে। বিন্দুর বাবা ভবতারণ গাঙ্গুলী বল্লো—সে টাকার এক আধলাও বাড়ীতে যায়নি। সব উড়িয়েছে। গাঁজাগুলি—আর ঐ কাতুর—পিছনে।

কৃষ্ণ। বলিস কী মোক্ষ? তাহলে তো একবার খোঁজ নিতে হচ্ছে !

[হারাণের বাড়ী। শুভদা বাসন মাজ্ছে। এমন সময় কৃষ্ণঠাকুরাণী প্রবেশ করলেন।]

কৃষ্ণ। বলি বৌএর কী হচ্ছে ? খাওয়া দাওয়া চুক্লো ?

শুভদা। এই মাত্র। বসো দিদি !

কৃষ্ণ। (বসিয়া) বলি হারাণ আজকাল কী করে ?

শুভদা। কী আর করবেন। এদিক ওদিক চাকরীর চেষ্টা করছেন !

কৃষ্ণ। সংসার চলে কেমন করে ?

শুভদা। দিন কি কারো বসে থাকে, দিদি !

কৃষ্ণ। লোকে বলে—হারাণ নন্দীদের তবিল মেরেছে সে আজকাল বড়লোক ! তার আবার ভাবনা কী ! কিন্তু আমি তো জানি ? বলি, সংসার চলে কেমন করে ?

শুভদা। ভগবান চালিয়ে দেন—

কৃষ্ণ। ঐ হারামজাদী—বামনপাড়ার কাত্তী ! সেই মাগীই তো দুরঘটনা ঘটালো। ইচ্ছে করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি !

শুভদা। তোমার খাওয়া হয়েছে, ঠাকুরঝি ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—খেয়েই তো তোর বাড়ী ছুটছি, ঐ কাত্তী হারামজাদীই তো এই সর্ব্বনাশটা ঘটালে। বলি—তিন তিন হাজার টাকা চুরি করলি—পঁচিশ টাকা নয়—বৌএর হাতে এনে দিতিস। তা নয়—সেই ডাইনীর ফাঁদে পা দিয়ে অতো টাকা।

শুভদা। আজ কী রাঁধলি, দিদি ?

কৃষ্ণ। কী আর রাঁধবো শুধু সেদ্ধপক্ক। বলি ঐ কাত্তী হারামজাদীর কী পরকালের ভয়ও নেই ! যার অতোগুলো টাকা মারলি, শেষ পরে—তাকে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে ভাসলি ! ভগবান কি নেই ? যেমন বামুনের সর্ব্বনাশ করছিস্—সতী লক্ষ্মীর চোখের জল ফেলেছিস্—তেমনি নরকে পচে পচে মরবি।

শুভদা। একাদশী কবে, দিদি?

কৃষ্ণ। সোমবারে। সে মাগী যা করবার তা করলো—এখন তুই বৌ মানুষ—সংসার চালাবি কেমন করে?

শুভদা। ঈশ্বর যা করবেন—তাই হবে।

ছলনা। (প্রবেশ করিয়া) মা বিকেলে ঝাল ঝাল করে মাছের চচ্চড়ি কোরো। ঝোল আমার ভাল লাগে না।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণ। হারাণ বুঝি মাছ এনেছিলো—বড় মাছের ভাগা—না? তা বেশ! সংসারের জন্যে তো এখন আর ভাবনা নেই—ভাবনা ঐ তোর ছলনার জন্যে। ওতো একেবারে গলায় এসে ঠেকেছে! ওর একটা ব্যবস্থা দেখ্!

শুভদা। কী ব্যবস্থা দেখ্‌বো? (ললনার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। অতো বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে তোর গলা দিয়ে ভাত নামছে কেমন করে? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌ছে। কোন্ দিন কী একটা অঘটন ঘটে যাবে—তখন জাত কুল নিয়ে টানাটানি হবে! সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবি নে। এখন ওকে পার করার ব্যবস্থা কর্! আগে জাতকুল—তারপরে আর সব!

শুভদা। পার কর বল্লেইতো পার করা যায় না—পাত্তোর পাই কোথায়?

কৃষ্ণ। বলি—আমাদের সদানন্দর সঙ্গে সম্বন্ধ কর্‌না। সে তো দিন নেই, দুপুর নেই শুনেছি তোদের বাড়ী খুব যাতায়াত করে! পাগলা হলে কী হয়? বলি পুরুষ মানুষ তো। সোমত্ত মেয়ে দেখে তা'রও হয়তো মন ছোঁক্ ছোঁক্ করে!

ললনা (সহ্য করিতে না পারিয়া)—মা—! তোমায় মাধু ডাকছে !

শুভদা। চলি দিদি—

কৃষ্ণ। আমিও যাই ! হরি হে—সবই তোমার ইচ্ছে !

উভয়ে বিপরীত দিক্ দিয়া বাহির হইয়া গেল। ললনা ভাবিতে লাগিল।

*   *   *

ভাঙ্গা শিব মন্দিরের চাতাল—বিপরীত দিক্ হইতে সারদা ও ললনা সেই দিকে আসিতেছে। তখন রাত্রি। ললনা আগে আসিল। তারপর সারদা

ললনা। কে ?

সারদা। আমি সারদা। আমায় চিঠি লিখে পাঠিয়েছো কেন ললনা ?

ললনা। তুমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছো, বোধ হয় ?

সারদা। আশ্চর্য্য হওয়ার কী কথা নয় ? হঠাৎ আজ চার বৎসর পরে—!

ললনা। হ্যাঁ, চার বছর পরে—

সারদা। চার বছর আগে এইখানে—তুমি আমি সদানন্দ কতো গল্প করতাম ! মনে পড়ে—!

ললনা। মনে পড়ে তুমি আমায় ইঙ্গিতে বল্‌তে যে তুমি আমায় ভালোবাস—আমার সুখের জন্যে সব করতে পারো !

সারদা। বলতাম—কিন্তু—

ললনা। সেই দাবীতে তোমার কাছে একটা অনুরোধ করতে এসেছি। রাখ্‌বে?

সারদা। বলো—সাধ্য হয়তো রাখ্‌বো—

ললনা। আমার বোন ছলনা—ঠিক আমার মত দেখতে—সুশ্রী, সুন্দরী—স্বাস্থ্যবতী। তাকে তুমি বিয়ে করো।

সারদা। কেন তার কী কোন পাত্র জুটছে না!

ললনা। আমরা গরীব, গরীবের মেয়ের পাত্র জোটা শক্ত! তাছাড়া আমরা কুলীন—অঘরে বিয়ে হলে হয়তো পাত্র জুটতে পারে। কিন্তু তাতে কুল যাবে বলে বাবা অমত করবেন। তোমরা আমাদের পালটি ঘর—তুমি বিয়ে করলে—আমাদের সব কিছুই রক্ষে হয়—বিয়ে করবে আমার বোনকে?

সারদা। কিন্তু এতো পাত্র থাকতে আমার ওপর তোমার এত ঝোঁক কেন?

ললনা। তোমরা বড় লোক! সে দুটো পেট ভরে খেতে পাবে বলে!

সারদা। বাবার মত না নিয়ে আমি কোন কাজ করতে পারিনে ললনা।—আমার এমন সামর্থ্য নেই যে, বাবার অমতে ছলনাকে বিয়ে করে আমি তাকে খেতে দেই। তা'ছাড়া জানোতো আমার বাবা কী রকম পয়সা বোঝেন?

ললনা। জানি।

সারদা। আমি চেষ্টা করবো তোমার কথা রাখতে—অবশ্য বাবা যদি এতে মত করেন।

ললনা। তিনি মত করবেন না।

সারদা। তাহলে আমার পক্ষে—আমায় মাপ করো ললনা।

ললনা। করেছি। আমি জানতাম তুমি পারবে না; তবুও ভেবেছিলাম—চলি—

ললনার প্রস্থান। সারদা চাহিয়া রহিল।

* * *

হারাণের আড্ডা।—শতছিন্ন কাপড় পরে হারাণ জুয়ো খেল্‌ছে—গাড্ডিল খেলা।

হারাণ। আমার নক্সা! দাও বাবা চার আনা। [চার আনা নিয়ে আর চার আনা বের করে] যা থাকে কপালে ধরলাম আট আনা! ফের নক্সা! দাও তো চাঁদ টাকা! এই ধরলাম—দুই লাগে লাগে লাগে পাঁচ যা পাঁচ পাঁচ যা পাঁচ যা—এই আমার নক্সা! দাও তো চাঁদ ৫ টাকা!

সঙ্গী। উঠলে যে? আমাদের দান দিয়ে যাও।

হারাণ। আবার কাল! (হারাণ চলিয়া আসিল।)

* * *

গুলির আড্ডা। হারাণ পান খাইতেছে। তারিণী, নন্দ, সকলে আছে।

হারাণ। এবার চুড়োমণির যোগে

এক ওস্তাদ এসেছে

এক মাগী টীকেওয়ালী—

ওস্তাদ তার ঝাঁকা ধরে

বলে তোর ফুলবাতাসা—কখান করে॥

[তারিণী ও নন্দের তারিফ—বাহবা—বাহবা—তারিণী ও নন্দ নাচিতে আরম্ভ করিল।

উনোনের পাশে শুভদা—ছাই পরিষ্কার করছেন। ছলনা ঢুকলো
—কোঁচড়ে সরষের ফুল

ছলনা। মা, আমাকে এই সরষের ফুল কটা ভেজে দেবে!

শুভদা। কোথায় পেলি সরষের ফুল?

ছলনা। তুলে নিয়ে এলাম মাঠ থেকে। নুণ দিয়ে আর ফেন দিয়ে শুধু ভাত খাওয়া যায়!

(ছলনা চলিয়া গেল।)

[ললনার প্রবেশ।]

ললনা। আমায় ডাকছো কেন মা?

শুভদা। (ছলনা গিয়াছে কি-না দেখিয়া) দুটো সজনের শাক পেড়ে নিয়ে আয়না, মা!

ললনা। এখন সজনের শাক, কী হবে?

শুভদা। আমার দরকার আছে?

ললনা। কী দরকার শুনি?

শুভদা। সব কথার কী কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মা!—পেটের মেয়ের কাছে! বলি দুটো সেদ্ধ করে রাখ্‌তে দোষ কী? গেরস্ত ঘর!

ললনা। (হাঁড়ী দেখিয়া) হাঁড়ীতে যা ভাত আছে—তা ছলনা আর বাবার জন্যে রেখে তুমি আজকে সজনের পাতা চিবিয়ে থাক্‌বে?

শুভদা। তা কেন? ওকী অখাদ্য? না মানুষে কখনও খায় না? যা বলি শোন্—তুইতো বলিস্—সুসময় অন্নময় আর কার ঘরে নেই!

ললনা লজনের শাক বাছছে। ভিতর থেকে শুভদার গলা শুনা গেল—ভাত ফেলে উঠে যাস্‌নে মা!

ছলনা। আমি খাবো না, খাবো না, খেতে পারবো না!

ললনা সেই দিকে তাকাইল।

ছলনার প্রবেশ—

ললনা। ভাত ফেলে উঠে এলি যে ছলনা!

ছলনা। কী দিয়ে খাবো—? মাকে বলেছিলাম সরষের ফুল ভাজতে—তেল নেই বলে মা সেগুলোকে পুড়িয়ে রেখেছে! পোড়া সরষের ফুল দিয়ে কি ভাত খাওয়া যায় নাকি—?

পা দাপিয়ে ছলনা চলে গেলো। শুভদা ভাত বেড়ে বসে আছে। হারাণ ঢুকলো।

শুভদা। আজ বড্ড বেলা করেছো। পা হাত ধুয়ে খেতে বসো!

হারাণ। (তাই করিতে করিতে) কী করি বলো, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনও খাওনি?

শুভদা। তোমার হোক তার পরে খাবো।

হারাণ। ঐ তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্ত দিন না আসি—তাহলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

[শুভদা। ক'দিন আমি খাই, আর কয় দিন আমার উপোষ করে কাটে তার খোঁজ যদি তুমি রাখতে তাহলে এতো দুঃখের মধ্যেও বোধ হয় আমি নিজকে সুখী মনে করতাম!]

হারাণ। আমি দিন কতোক আর বাড়ী আস্‌বো না!

শুভদা। কেন গো ?

হারাণ। আমার কী রকম লজ্জা করে—সঙ্কোচ হয়।

শুভদা। নিজের বাড়ী লজ্জা সঙ্কোচ কেন ?

হারাণ। উপায় করিনে এক পয়সা—অথচ দেখি রোজ ভাত বেড়ে তুমি বসে আছো! তুমিও বলো না, আমিও জিজ্ঞাসা করিনে ভয়ে। কোথা থেকে যে খাওয়া জুটছে! যতখানি ভক্তি শ্রদ্ধায় আমায় তুমি দেখ স্বামী বলে—আমি মোটেই তার যোগ্য নই। তাই কী রকম বিব্রত বোধ করি! এই রকম নির্বিচারে বিনা প্রশ্নে আমাকে না নিয়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে, তাহলে বোধ হয় আমি এরকম বিব্রত বোধ করতাম না। নিজের ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারিনে। খেতে দিতে পারিনে বলে ওদের সঙ্গে সম্বন্ধও যেন আমার চলে গিয়েছে!

শুভদা। ছিঃ! ওসব কথা বল্‌তে নেই! এখন খেতে বসো!

হারাণ। তুমি হয়তো ভাবছো আমি নেশার ঝোঁকে এতো কথা বলছি! উঠবার চেষ্টা আমি করি—কিন্তু উঠতে পারিনে বলে ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যাই....আর নেশার দাস হই। তুমি আমার বিচার করো না বটে—কিন্তু, তা বলে শাস্তি আমি এড়াতে পারিনে। নিজের বিচার আমি নিজে করি—নিজেকে আমি যে শাস্তি দেই সে শাস্তি বড় কম শাস্তি নয়!

শুভদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন ভাবে আর কথা বোল না! আমরা গরীব। দুঃখ আমাদের সইতেই হবে।

মন যদি কখনও বিরস হয়—তবে জান্‌বে—সেটা শুধু অভাবের জন্যে—তোমার ওপর রাগ বা অভিমানের জন্যে নয়!

*   *   *   *

হারাণের বাড়ী—ললনা ও শুভদা

শুভদা। মা, আজ কী আর কিছু নেই?

ললনা। কিছুই নেই! মা।

শুভদা। কতো দিন তো তুই নেই বলেছিস্—কিন্তু তার-পরেই দুচার পয়সা দিইছিস্। দেনা মা—যদি কিছু থাকে, না হলে আজ রাতে জল বিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

ললনা। সত্যিই, কিছু নেই মা; আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পারছো না? তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, মা! সদানন্দদার দরুণ যা ছিলো—নিঃশেষে তা খরচ হয়ে গেছে। ও-টাকায় তিন মাস চল্লো—আর কতো দিন চলে? রোজ চার আনা, আট আনা করে বাবাকেই তুমি কতো দিয়েছো ভেবে দেখো তো—?

শুভদা। তাঁকে কতো দিইছি—সেইটেই বড় করে দেখছিস্ কেন, মা? পয়সা যদি থাকে মানুষ চাইলে কি না দিয়ে থাকা যায়? দু' চারটে পয়সা পুরুষ মানুষের দরকার হয়।

ললনা। আমায় ভুল বুঝো না, মা! সেজন্যে আমি কিছু বলিনি—তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না—বলে—বল্লাম।

শুভদা। তোর কথায় অবিশ্বাস নয়, মা! আজ ছেলেমেয়ে না খেয়ে থাক্‌বে একথা বিশ্বাস কর্‌তে কি মার প্রাণ চায়?

ললনা। আমায় মাপ করো—মা! আমিও যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছি! (ললনার প্রস্থান)

* * *

(ছলনার সঙ্গে ললনার দেখা

ললনা। মাধুর জ্বর কী বেড়েছে, ছলনা?

ছলনা। হ্যাঁ, সে জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে! আচ্ছা দিদি, আজ রাত্রে আমাদের রান্না হবে না, না?

ললনা। না—

ছলনা। তবে আমরা কী খাবো—?

ললনা। মা যে দিনের পর দিন না খেয়ে কাটায়—? তুই একরাত্রি না খেয়ে থাকতে পারবিনে!

ললনা মাধুর ঘরে গিয়ে—মাধুর পাশে শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো—!)

হারাণের বাড়ী—ভোর বেলা

শুভদা মেঝেয় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। চোরের মত চুপি চুপি হারাণ বাড়ী ঢুকলো। কাউকে ডাকতে তার সাহস হলোনা। নিঃশব্দে এঘর ওঘর ঘুরে সে দেখলো—মাধু ললনা ঘুমুচ্ছে।

হারাণ একটুখানি বসলো। কিন্তু চারিদিকের নিঃস্তব্ধতা তাকে যেন আঘাত করতে লাগলো! সে শতছিন্ন চটী জোড়াটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসবে অমনি তার দেখা ছলনার সঙ্গে।

ছলনা। আচ্ছা, বাবা, তোমার আক্কেল কী বলতো? কাল রাত্রে কারো মুখে একবিন্দু জল যায়নি—আর তুমি চোরের মত চুপি চুপি জুতো হাতে করে, পালিয়ে যাচ্ছো? আজ আমরা কী খাবো বলতো—?

হারাণ। সত্যিই, কি তোরা কাল খাসনি ?

ছলনা। ও মা, ও দিদি ! শুন্‌ছো—বাবার কথা—! তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি ! কাল সমস্ত রাত মা আর দিদি কেঁদে কাটিয়েছে। তুমি কেমন করে জান্‌বে বলো ! তুমি শুধু আয় খেতে বৈতো নয়, আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই !

(হারাণের প্রস্থান)

ললনার প্রবেশ—সঙ্গে শুভদা

ললনা। ছলনা তোর কী কোন বুদ্ধি নেই ?

ছলনা। কেন ?

ললনা। বাবাকে অমন করে কী বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয় ?

ছলনা। আমি কোথায় তাড়িয়ে দিলাম। বাবাইতো চলে গেলো !

ললনা। অমন শক্ত কথা কী বাবাকে বল্‌তে আছে ?

ছলনা। বাপের মত বাপ হলে বল্‌তে নেই। অমন বাপকে সব বল্‌তে আছে ! কার বাপ ছেলে মেয়ে না খেয়ে আছে জেনেও পালিয়ে যায়—? কার বাপ অমন করে গাঁজাগুলি খেয়ে পড়ে থাকে ! বল্‌বো—বেশ কর্‌বো !

শুভদা মাথা ঘুরে পড়ে গেলো ! ললনা ছুটলো—ছলনা চুপ করলো।

ললনা। মা ! মা ! শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় ছলনা।

(ছলনা দৌড় দিল)

*　　　　*　　　　*

হারাণের বাড়ী—শুভদা ও ললনা।

শুভদা। বাসনপত্র এখনও দুচার খানা আছে—এর একটা বাঁধা দিয়ে যদি কিছু পাওয়া যায়! কিন্তু উনি এখনও ফেরেন নি—পাঠাই কাকে?

ললনা। (উঠিয়া) আমি একবার দেখে আসি, মা—

(ললনা একটা থালা বা ঘড়া নিলো।)

শুভদা। তুই আবার কোথায় দেখতে যাবি?

ললনা। ঘোষেদের দোকানে তারা ঘটিবাটী বন্ধক রেখে টাকা দেয়।

শুভদা। তুই যাবি সেখানে—?

ললনা। তাতে দোষ কী মা? আমি গাঁয়ের মেয়ে, ছেলে-বেলা থেকে আমাকে সবাই দেখেছে!

শুভদা। কিন্তু—

ললনা। অনাহারে যারা থাকে তাদের লজ্জা শোভা পায় না মা—। (ললনা চলিয়া গেল)

শুভদা। ভগবান্ আর কতো আমার কপালে লিখেছেন!

*　　　　*　　　　*

একটা ছোট মুদির দোকানের সামনে হারাণ—ছাইমাখা সন্ন্যাসী বেশে। ক্রেতারা চলে গেলে হারাণ মুদির কাছে আগিয়ে গেলো, তার কোঁচড়ে চারটি চাল।

হারাণ। ও মুদি চাল কিন্‌বে—

মুদি। চাল! (হারাণকে দেখিল) কী চাল—কতো করে?

হারাণ। মোটা চা'ল—

মুদি। কৈ দেখি—(দেখিয়া) এ যে ভিক্ষে করা চাল—ক পয়সা নিবি ?

হারাণ। দু-আনা—

মুদি। ইস্—চার পয়সা দাম হয়না—তার দু-আনা—। ভাগ্।

হারাণ—চলিয়া আসিল কিছু দূরে। তারপর সেইখানে বসে কিছু চাল খাইতে লাগিল। শেষে ফের উঠে দোকানে গেল। দোকানী তখন দোকানে ঝাপ লাগাচ্ছে !

হারাণ। এই নাও, চাল—

মুদি। চার পয়সার এক আধলা বেশী দেবনা !

হারাণ। আচ্ছা—

মুদি। তবে এই চ্যাঙ্গাড়ীতে ঢেলে দে !

[হারাণের তথাকরণ ও পয়সা লওয়া তারপর দূরে সরে গিয়ে উচ্চহাস্য]—

হারাণ। বেটাকে কী রকম ঠকিয়েছি ! আদ্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি—বেটা জানতেও পারে নি।

* * *

হারাণের বাড়ী—বাসন থাকার জায়গা—ললনার হাত একটার পর একটা বাসন তুলিয়া লয়—আর ওদিকে উনানে ভাত সিদ্ধ হয়।

দেখা গেলো আর একখানা বাসনও নেই—উনুনে আঁচ পড়েনি।

শুভদা উনুনে ফুঁ দিতেছিল—পাশে ললনা।

শুভদা। আর তো পারিনে মা ;—আজ তিন দিন তোদের মুখে একটা দানা পড়েনি—মা হয়ে নিজের চোখে এ কেমন করে দেখি !

ললনা। তুমি এমন করে ভেঙ্গে পড়লে আমরা কার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বো? এদিন কিন্তু চিরকাল থাক্‌বে না।

শুভদা। কিন্তু আমি যে আর সইতে পাচ্ছিনে। আমি মা গঙ্গার কোলে ডুব দেই—তুই মা যেমন করে পারিস্—এদের দেখিস্—দোরে দোরে ভিক্ষে করে এদের বাঁচিয়ে রাখিস্। উঃ—মা হয়ে আমি যা পারলাম না,—মা—তুই তাই করিস্।

ললনা। আমি তাই করবো তুমি যা বলছো আমি তাই করবো—তুমি মা, আর ওপরে—ভগবান সাক্ষী—। তুমি একটু শান্ত হও, মা!

* * *

একটা পানসী নৌকা থেকে কাতু নামলো—হারাণ মুকুয্যেদের ঘাটের পাশে।

দেখা গেল স্নানের অছিলায় ললনা একমনে ঘাটে বসে আছে। কাতু দূর থেকে সেই দিকে এগিয়ে এলো।

কাতু। তোমার নাম তো ললনা—তুমি তো হারাণ মুকুয্যে মশাইয়ের বড় মেয়ে—না?

ললনা। হ্যাঁ—কিন্তু—

কাতু। বামুন পাড়ায় আমার বাড়ী—তোমার বাবাকে আমি অনেক দিন থেকেই জানি।

ললনা। বাবা আজ ৮।১০ দিন বাড়ী আসেন নি।

কাতু। কোথায় থাকেন, কী করেন, তাও আমি জানি। সে কথা—বলে লাভ নেই।—আমি তোমাদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম তবে যেতে সাহস হচ্ছিলো না—

ললনা। আমাদের বাড়ী কেন—?

কাতু। আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই মা! আমি সব জানি। কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা—পেটের দায়ে কুপথে নেমেছি—তাই বলে একেবারে অমানুষ হয়ে যাইনি!—এই টাকা কটা আর তোমার বাবার জন্যে এই কাপড় জোড়াটা রাখো।—

ললনা। কিন্তু—

কাতু। উপোসী রোগা ভাই আর বোনের কথা মনে করে এটা—তুমি নাও মা! ডুবন্ত লোক কুটো গাছটাও চেপে ধরে। কাউকে কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। এসব তোমার বাবারই দেওয়া—।

ললনা। বাবার দেওয়া—? তুমি—

কাতু। আমি চলে যাচ্ছি কলকাতা বাবুদের সঙ্গে দিন কতকের জন্যে। পেট চালিয়ে খেতে হবে তো, মা! রূপ না থাকলেও দেহটা এখনও আছে। এই ভাঙ্গিয়ে আখেরের ব্যবস্থা করতে হবে! কলকাতায় কুপথে পেট চালানো সোজা। চলি মা—(কাতু চলিয়া গেল)

[টাকা ও কাপড়জোড়া লইয়া নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত ললনা দাঁড়াইয়া রহিল।]

* * *

হারাণের বাড়ী—রান্নাঘরে তরকারী কোটা। উনানে, ভাত সিদ্ধ হচ্ছে! মাধুর ঘর। মাধু শুয়ে আছে—ললনা প্রবেশ করলো।

মাধব। দিদি, তার কী হলো?

ললনা। কার কী মাধু?

মাধু। সেই-ই সেখানে যাবার—?

ললনা। সেই কথাই তোকে বলবো মাধু—

মাধু। কবে যাওয়া হবে, দিদি?

ললনা। (ভাবিয়া) আমি কাল যাবো—।

মাধব। কাল যাবে? আর আমি—?

ললনা। আমি আগে যাই, তারপর তুমি যেও।

মাধব। চলোনা, কেন, একসঙ্গে যাই?

ললনা। তা'হলে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব। তা কাঁদুক গে—!

ললনা। ছিঃ তাকি হয়—?

মাধু। তুমি গেলে আবার কবে আস্‌বে?

ললনা। যে দিন তুমি যাবে সেইদিন আস্‌বো।

মাধব। আমি কবে যাবো?

ললনা। সেদিন আমি নিতে আস্‌বো।

মাধব। আস্‌বে তো ঠিক্?

ললনা। নিশ্চয়ই।

মাধু। তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

ললনা। বোধ হয়—।

মাধব। তবে গিয়ে কাজ নেই, দিদি—মা কাঁদলে আমার ওখানে যেতে ইচ্ছেই হয় না।

ললনা। তবে তুই যাসনে। কেমন?

মাধু। না আমি যাবো। এ বাড়ীতে বড় কষ্ট।

ললনা। তবে আমি কাল যাই।

মাধু। যাও।

ললনা। আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবিনে তো।

মাধু। কবে আমায় নিতে আসবে?

ললনা। আর দিন কতক পরেই—

মাধু। তবে যাও আমি কাঁদবো না!

ললনা। মাধু ভাই আমি গেলে এসব কথা—মাকে যেন বোলো না।

মাধু। আমি কাউকে কিছু বল্‌বো না।

ললনা। মা যা বল্‌বেন তাই শুনো, মার মনে যেন কষ্ট না হয়। কেমন?

মাধু। আচ্ছা—!

ললনা। আর একটা কথা, মাধু—

মাধু। বলো আমি কাউকে বলবো না।

ললনা। সদানন্দ দাদা—এলে তাঁকে চুপি চুপি বলবি—দিদি চলে গেছে। আর তোমার ওপর সব ভার দিয়ে গেছে।

মাধু। বলবো।

ললনা। মনে থাক্‌বে তো?

মাধু। থাক্‌বে।

শুভদার প্রবেশ—

শুভদা। অনেক রাত হয়েছে, মা—তুই শোগে যা ললনা।

মাধু। মা—দিদি আজ আমার কাছে শোবে। তুমি ছোড়্‌দির ঘরে শোওগে!

শুভদা (হাসিয়া) দিদিকে পেলে মাধু আর আমাকেও চায় না!

শুভদা চলিয়া গেলে, ললনা গুণ গুণ করিয়া গান গাহিয়া মাধুকে ঘুম পাড়াইল। ললনা দেখিল মাধু নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। সে উঠিল, মাধুকে বুকে জড়াইয়া নিঃশব্দে চুম্বন করিল—নিঃশব্দে তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ললনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

ললনা দেখিল—বাবার শোবার জায়গা খালি। মা ও ছলনা ঘুমাইতেছে। নীচে বুড়ী পিসী। সে একবার মাত্র দেখিয়া নীচে নামিল।

ললনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

ললনা নির্জন গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছে।

* * *

ললনা নদীর ধারে পৌছিল।

ধীরে ধীরে ললনা জলে নামিল। দূরে সুরেন্দ্রনাথের বজরা স্থির ভাবে নোঙ্গর করে দাঁড়িয়ে আছে।

বজরা থেকে নাচ গানের মৃদুশব্দ এসে ললনার কাণে লাগলো।

* * * *

হারাণের বাড়ী—ছলনা প্রবেশ করলো দ্রুতপদে। উপরে উঠে মাধুর কাছে শায়িত শুভদাকে জাগালো।

ছলনা। মা, সারাটা গাঁ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম্—দিদি গাঁয়ের কোথাও নেই।

শুভদা। সে কীরে? বেলা দুপুর হয়ে গেলো, এখনও

ফিরলো না। এ রকম তো সে কখনও করে না! মাধু, তোর বড়দি কোথায় যাচ্ছে, তোকে কিছু বলে গেছে—

মা। [ঘাড় নাড়িয়া না বলিল]

রাসমণি। হাঁ বৌ! ললনার খোঁজ কিছু পেলি?

শুভদা। ছলনা তো গাঁ শুদ্ধ ঘুরে এলো। মেয়ের কোন—সে তো কখনও অমন করে না, দিদি কী হবে? (কাঁদিয়া ফেলিল)

রাসমণি। নিশ্চয়ই কোন কাজে গেছে—নইলে সে তো—

শুভদা। যেখানেই যাক্ মাধুকে ছেড়ে সে এতক্ষণ কোথাও থাকে না। আমার মন বলছে দিদি—

রাসমণি। বালাই ষাট্—! ওকথা কখনও ভাববিনে—

দূর হইতে সদানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

সদানন্দের প্রবেশ

সদানন্দ। (হাতে পোঁটলা) এইমাত্র ফির্‌ছি—মা জননী! একেবারে ধূলোপায়ে লগন তোমাদের বাড়ী। এগুলো ধরো—তীর্থ থেকে এসে দান না করলে তীর্থের ফল হয় না।

রাসমণি। এতো দেরী হলো কেন, সদানন্দ!

সদা। একেবারে পিসীকে কাশী পাঠিয়ে আস্‌ছি তো তাই—দেরী হলো! আমার মার পেটের বোন কই—ললনা?

ছলনা। সকাল থেকে দিদিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, সদানন্দ দাদা—!

সদা। সেকী!—

ছলনা। সারা গাঁ ঘুরে এলাম—কেউ দিদিকে দেখেনি। কেবল গঙ্গার ধারটা খুঁজতে বাকী—

শুভদা। কী হবে বাবা, সদানন্দ!

সদা। কী হবে বাবা সদানন্দ! সদা পাগলারও তো ঐ একই প্রশ্ন মা,—চলতো ভাই—নদীর ধারটা একবার দেখি—

* * *

সদানন্দ ললনার খোঁজে বাহির হইল—গাঁয়ের বিভিন্ন স্থান দিয়ে সদানন্দ যাচ্ছে, আর ডাকছে—"ললনা—ললনা! আমার মার পেটের বোন ললনা!"—ডাকিতে ডাকিতে সে নদীর ধারে আসিল।

* * * *

ললনাকে ডাকতে ডাকতে সদানন্দ এসে পৌছুল নদীর ধারে—সেই জায়গায়। সদানন্দ দেখে অর্দ্ধ জলে, অর্দ্ধ স্থলে, একখানি লালপেড়ে সাড়ী—যে সাড়ীখানা পরে ললনা বেরুত।

সদানন্দ সেটা তুলে নিলো! তার মনে পড়লো এই শাড়ী পরে কতোবার সে দেখেছে ললনাকে। ছবি তার চোখে ভেসে উঠলো। সে আঁচল দেখলো—যে আঁচলে সদানন্দ টাকা বেঁধে দিইছিলো। দেখে সেখানে নাম লেখা—সূচ সুতো দিয়ে—"ললনা"!

সদানন্দ কাপড়খানা বুকে করে চীৎকার করে উঠলো—"ললনা ললনা—ললনা!"

* • * *

সেই কাপড় খানার ওপর উলটি পালটি করে "ললনা—ললনা—ললনা—মারে" বলে কাঁদেন শুভদা হারাণের বাড়ীতে।

কাঁদে ছলনা, কাঁদে পিসী—দূরে বসে হারাণও কাঁদে ছেলে মানুষের মত। কেবল মাধু চুপ করে বসে আছে। সদানন্দ মাধুর পাশে এসে বসে।

*　　　　*　　　　*

হারাণের বাড়ী। কৃষ্ণঠাকুন্ ও মোক্ষদার প্রবেশ।

কৃষ্ণ। খবর শুনে মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো। বাছা আমার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে শেষে আত্মহত্যেয় প্রাণটা দিলো। যাক্ তার জ্বালা তো জুড়িয়েছে। বসে কেঁদে লাভ নেই শুভদা। বিধবা মেয়ে—ওষুধ বিষুধ অবিশ্যি নেই—তবে অপঘাত মৃত্যু যখন, তখন চান করে সুদ্ধ সাদ্ধা হয়ে নে। যে গিয়েছে সেতো জ্বালা জুড়িয়েছে। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের কল্যান তো দেখতে হবে! ওঠ রাসমণি দিদি—শুভদাকে ধরো

মোক্ষ। তুমি একটু বোস সদানন্দ—ঐ রোগা ছেলেটার কাছে! এই অবেলায়—ওর আর চান করে দরকার নেই!

মোক্ষদা ও কৃষ্ণঠাকুরানী শুভদা ও ছলনাকে লইয়া গেল।

রাসমণি নিজেই উঠিলেন।

*　　　　*　　　　*

মাধুর ঘর। মাধু ও সদানন্দ।

মাধু। সদাদা, শোন—

সদা। কী মাধু—?

মাধু। দিদি একটা কথা বলে গেছে তোমায় চুপি চুপি বল্‌তে—কেউ যেন জান্‌তে না পারে!

সদা। কী কথা মাধু?

মাধু। দিদি কাল রাত্রে বল্লো—যে সদাদাদা এলে বল্‌বি যে আমি চলে গেছি!

সদা। (কোথায় গেছে—তা কিছু বলে গেছে মাধু?

মাধু। হ্যাঁ—ঐ ওখানে যেখানে মরলে মানুষে যায়—যেখানে কোন কষ্ট নেই!

সদা। (চোখের জলে) কেন ওখানে গেলো, মাধু?

মাধু। আমি ওখানে যাবো কি-না, তাই দিদি আগে গেলো। আমার জন্যে সব ঠিক করে আমায় নিয়ে যাবে। আর কেউ জানেনা! কেবল দিদি আর আমি জানি। দিদি এসে আমায় নিয়ে যাবে!

সদা। তুমি কবে যাবে, মাধু?

মাধু। যবে আমার সময় হবে।

সদা। ও কথা কে শেখালো—?

মাধু। দিদি!

সদা। দিদি যদি তোমায় না নিয়ে যায়?

মাধু। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে! দিদির কথা মিথ্যে হয় না!—

সদা। কিন্তু দিদি যদি না নিয়ে যায় তবে তুমি একলা যেতে পার্‌বে?

মাধু। একলা কেমন করে যাবো? আমার গায়ে একটুও জোর নেই; আমি আর উঠে বস্‌তে পারিনে। অত দূর একলা কেমন করে যাবো? দিদি, নিশ্চয়ই আমায় এসে নিয়ে যাবে, না সদাদা?

সদা। তুমিই তো বল্লে ভাই—দিদির কথা কখনও মিথ্যে হয় না, ভাই!

মাধু। আর দিদি বলে গেছে—সদাদাকে বলিস্ তার ওপরে সব ভার থাক্‌লো।

সদানন্দের কান্না ও হাসি একসঙ্গে।

সদা। তার হুকুম আমি মাথায় করে নিলাম মাধ! কিন্তু যার ভার সইতে সব চেয়ে আনন্দ, সেই বোঝা পাতলা করে দিয়ে গেলো! তবুও যেখানে থাকো—শোন মার পেটের বোন—তোমার সব ভার আমি বইবো!

*　　　*　　　*

সুরেন্দ্রনাথের বজরার হাল দুহাতে চেপে ধরে ভেসে চলেছে ললনা—মাঝ গঙ্গা দিয়ে পাল তুলে চলেছে সুরেন্দ্রনাথের বজরা।

বাইজী জয়াবতী নাচছে—ওস্তাদের সারেঙ্গীর সঙ্গে। বাহবা দেয় ইয়ার বক্সীরা। সমস্ত জিনিষের স্বাদ যেন তিক্ত লাগে সুরেন্দ্রনাথের। তিনি বজরার কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন।

দাঁড়ালেন রেলিং ধরে। বজরা তখন নদীর ডাইনের বাঁকে ঢুকলো। পালে লাগলো আরও জোর হাওয়া। মাঝি সাবধান করে সকলকে—

মাঝি—হুঁসিয়ার! পাল সামাল! জোর হাওয়া—বলি ঢিলে কর!

(হাল মুড়লো মাঝি) সেই ধাক্কায়—হাল থেকে হাত ছুটে গেল ললনার। সে—হাবু-ডুবু খেতে খেতে ভেসে চললো। সাঁতার সে জানে।

সুরেন্দ্রনাথ দেখেন একটি মেয়ে ভেসে যায়। মেয়েই তো—! তিনি জামা খুলে লাফিয়ে পড়লেন জলে! চীৎকার করলেন শুধু—]

সুরেন্দ্র। হুঁসিয়ার মাঝি—কে জলে পড়ে গেছে।

সাঁতারে গিয়ে ধরেন সুরেন্দ্রনাথ ললনাকে। ললনা তখন প্রায় ডুবে যায়!

(সুরেন্দ্র। ধরো আমাকে—জোরে চেপে—ধরোনা; আমার ওপর তোমার ভার দাও,—হ্যাঁ—ঠিক এসো—)

সুরেন্দ্রনাথ কখনও পিঠে, কখনও বুকে করে ভাসিয়ে নিয়ে আসেন—ললনার অর্দ্ধ অচৈতন্য দেহ। যখন নদীর তীরে এসে পৌছল তারা—তখন ললনা তাঁর কণ্ঠ লগ্না।

সুরেন্দ্র দেখেন অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, ললনা দেখে অপরূপ সুন্দর এক যুবক! বুঝতে পারে না—সে চোখ বোজে! দেহ এলিয়ে দেয় সে বলিষ্ঠ সন্তরণ পটু—যুবক সুরেন্দ্রনাথের ওপর।

তুলতে গিয়ে দেখেন—মেয়েটি বিবস্ত্রা! ততক্ষণে বজরা থেকে জালি-বোট নামিয়ে—মাঝিমাল্লারা তার কাছে এসে পৌছেছে।]

সুরেন্দ্র। বজরা থেকে একটা পরনের আর একটা গায়ে ঢাকা দেবার কাপড় নিয়ে এসো, জল্‌দি!

কাপড় জড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ জালিবোটে তোলেন—ললনার অচৈতন্য দেহ!

বজরার কামরায় ললনা—চক্ষু মুদ্রিত—গায়ে দামী লেপঢাকা দেওয়া—পাশে সুরেন্দ্রনাথ। সে চোখ চাহিল।

বজরায় তখন সারেঙ্গী আর তবলার সঙ্গে নাচগান চলিতেছে।

*　　　*　　　*

ললনার কামরা। ললনা ও সুরেন্দ্র।

ললনা। আমি কোথায়—?

সুরেন্দ্র। তুমি আমার বজরায়—

ললনা। বজরায়—? আপনি—ও। আপনি!

সুরেন্দ্র। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। নারায়ণপুরের জমিদার—সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বজরায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছি!

ললনা। (মাথায় হাত দিয়া প্রণাম জানাইয়া) আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা।

সুরেন্দ্র। রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্—আমি নিমিত্ত, কিন্তু তুমি কে? আর ও অবস্থায় ডুবেইবা যাচ্ছিলে কেমন করে?

ললনা। আমি—আমি—আমার নাম মালতী। আমাদের নৌকাডুবি হয়েছিলো। ভরাডুবি।

তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

সুরেন্দ্র। যাক সে কথা—আর কেউ বেঁচেছে?

মালতী। তাদের বাঁচাবার কোন উপায় ছিলো না—কাওকে বাঁচাতে পারলাম না—বলেই তো আমিও জলে ডুবে মলাম!

সুরেন্দ্র। তুমি এখনও ঠিক সুস্থ হতে পারোনি। আরও একটু ঘুমোও—কেমন? ওঠবার চেষ্টা কোরো না।

মালতী। না, আমি বেশ ভাল আছি!

সুরেন্দ্র। তোমরা কী জাত মালতী?

মালতী। জাত—?

সুরেন্দ্র। দেখে মনে হয় রাজবাড়ীর মেয়ে—

মালতী। ভিখিরীর অবস্থাও বোধ হয় আমাদের চেয়ে ভাল! তবে জাত ব্রাহ্মণ নৈকষ্য কুলীন।

সুরেন্দ্র। তুমি? (তার হাতের দিকে তাকাইয়া)

মালতী। বিধবা। বিয়ের কথাটা ঠিক মনে নেই। অনেক দিন আগে সব চুকেবুকে গেছে!

সুরেন্দ্র। তোমার বাপের বাড়ী বা শ্বশুর বাড়ীতে এমন আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই—যেখানে তোমার আশ্রয় আছে?

মালতী। আমার একমাত্র আশ্রয় মা গঙ্গার কোলে ?

সুরেন্দ্র। এখন কোথায় যাবে—?

মালতী। কলকাতায়—।

সুরেন্দ্র। পরিচিত সেখানে কেউ আছে—?

মালতী। পরিচয় শুধু কলকাতা নামটার সঙ্গে ?

সুরেন্দ্র। আমার বজরা কলকাতায় যাচ্ছে—আমি সাধারণত কলকাতাতেই থাকি।

মালতী। দয়া করে আপনার বজরায় একটু জায়গা দিয়ে আমায় কলকাতা পৌঁছে দেবেন ?

সুরেন্দ্র। তোমার কী মনে হয়—?

মালতী। আপনি মহানুভব। নইলে একটা অচেনা মেয়েকে বাঁচবার জন্যে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন না।

সুরেন্দ্র। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তারপর—?

মালতী। জানিনে।

সুরেন্দ্র। সে কী—!

মালতী। শুধু জানি—যেমন কোরে হোক আমাকে কিছু পয়সা উপায় করতে হবে।

সুরেন্দ্র। তোমার পয়সার খুব দরকার না ?

মালতী। এত দরকার—বোধ হয় জগতে আর কারো নেই।

সুরেন্দ্র। কিন্তু কেমন করে সে পয়সা উপায় করবে ?

মালতী। যেমন করেই হোক আমাকে তা করতেই হবে।

সুরেন্দ্র। কতো টাকা তোমার মাসে দরকার ?

মালতী। ৩০৲ টাকা—

সুরেন্দ্র। আমি যদি তোমায় মাসে ৩০০৲ টাকা উপায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারি?

মালতী। তার জন্যে আমায় কী করতে হবে?

সুরেন্দ্র। ধরো কিছুই করতে হবে না!

মালতী। আপনি আমাকে দয়া করে কলকাতায় পৌঁছে দিন।

সুরেন্দ্র। বেশ (তাই দেবো! জানলাটা খুলে দিয়ে যাই; হাওয়া লাগলে ভাল লাগবে।)

*   *   *

গঙ্গার ধার—আঘাটা! শারদা ও সদানন্দ—

সদা। তুমি পাষাণ! সংসারের দুঃখ কষ্টে একজন মরে গেলো, আর তুমি সাম্‌নে থেকে তাকে একটু সাহায্য করতে পারো নি?

সারদা। আমাকে কোনদিন সে কিছুই বলে নি!

সদা। এ কথা কী বলবার দরকার হয়? না মানুষ সব সময় সব কথা বল্‌তে পারে?—নিজের মন দিয়ে বুঝে নিতে পারো নি—?

সারদা। আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হলো,—তখন সে বল্‌লো আমি যেন ছলনাকে বিয়ে করি—

সদা। তুমি রাজী হয়েছিলে?

সারদা। আমার অমত ছিলো না। তবে বাবার মত হলো না।

সদা। তোমার বাবার টাকা আছে, কিন্তু টাকার লোভ তার চেয়ে বেশী!

সারদা। সবইতো জানো, ভাই—

সদা। তোমার বাবার মত হলে—তোমার তো কোন আপত্তি নেই—ছলনাকে বিয়ে করতে?

সারদা। অমন সুন্দরী বউ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা!

সদা। এইখান দিয়ে ললনা জলে নেমেছিলো—এখনও তার পায়ের দাগ আছে।

সেইখান হইতে সদানন্দ একতাল মাটি তুলিল।

সদা। শিবপূজো করবো, আজকাল শিবপূজো করি কিনা—এইখানকার এই মাটি নইলে আমার শিবের আবার পছন্দ হয় না! (মাটির তালটি জলে ফেলিয়া দিল)

সারদা। ওকি—? মাটি জলে ফেলে দিলে যে? শিবপূজো করবে না?

সদা। না ও পাথরের ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে কিছু লাভ নেই। কাশীতে গিয়ে কতো মাথা কুটলাম! এসে দেখি আমার সোনার তরী সোনার ঘাটে ডুবে গেছে।

* * *

হারাণের বাড়ী। শুভদা ও সদানন্দ।

সদা। ওমা, মা জননী ?

শুভদা। কী বাবা—?

সদা। বাড়ীতে হাত পুড়িয়ে রেঁধে না খেয়ে আমি ভাবছি আজ থেকে এইখানেই দু'বেলা দুমুঠো খাবো !

শুভদা। বেশ-তো।

সদা। পিসিমার জমিজমাগুলতো আমিই পেয়েছি—সেগুলো সব দেখেশুনে নিতে হবে—।

শুভদা। না হলে আর কে দেখবে—।

সদা। তাই মনে করছি বাড়ীতে যে ধানপান খন্দকুটোগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে এনেই রাখি—না হলে কোন্‌দিন সব চোরের পেটে যাবে।

শুভদা। কিন্তু এ্যাদ্দিন তো কেউ চুরি করেনি, বাবা—?

সদা। তা করেনি—কিন্তু এখনতো কর্‌তে পারে ?

শুভদা। তা পারে।

সদা। তোমার মত হবে জেনে মা-জননী—আমি সব একেবারে গরুর গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে এসেছি ওই দেখো—

শুভদা। ওতে সব কী আছে, সদানন্দ—?

সদা। ধান, চাল, মুগ, মুশুরী, মটর, কলাই, গুড়, নারকোল। আর বলো কেন—কী যে করি এসব নিয়ে—ইচ্ছে করে সব মা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিই—! আর আমিও ভেসে যাই! যে যাবার নয় সে চলে গেল—আর সদা পাগলাকে এখানে বেঁধে রেখে দিয়ে গেল—তার এক পাও নড়বার যো নেই—।

শুভদা। কিন্তু সদানন্দ লোকে কী বলবে—?

সদা। (উচ্চহাস্য) জিনিষ আমার, লোকের নয়? আমি এখানে খাই, এখানে থাকি, আমার জিনিষপত্তর এখানে থাকবে—কেবল রাত্তিরটা শোব বাড়ী গিয়ে, পৈতৃক ভিটে তো—!

* * *

স্নানের ঘাট—কেষ্টঠাকরুণ ও মোক্ষদা

মোক্ষ। সদাপাগলার মাথাটা কী একেবারে খারাপ হয়ে গেছে কেষ্টদি—? আর ধানের গোলা, কলাইএর মড়াই, আলুর বোঝা, গুড়ের জালা, নারকোলের ডাঁই—সব হারাণের উঠোনে গিয়ে উঠেছে—?

কেষ্ট। হারাণের বউ সদাকে যাদু করেছে—। ওর ছোট মেয়ে ছলনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাই করবে—?

* * *

হারাণের বাড়ী। গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত শুভদা—তাকে সাহায্য করছে ছলনা—সদানন্দর প্রবেশ।

ছলনা। (সদানন্দ আসিতেই) হ্যাঁ সদানন্দদা আমার পুতুল আর পুঁতির মালা কৈ?

সদা। (মনোমত জিনিষ দিয়া) এইটে তোমার দিদিমণি,—আর এইটে মাধু ভাইএর—

ছলনা। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ভুলেই গেলে—?

সদা। ভুলবার কি উপায় আছে, ভাই—? না—চেষ্টা করলেই ভোলা যায়—? ছলনার প্রস্থান

সদা। (ছলনার দিকে তাকাইয়া) মা, ছলনা বড় হয়েছে!

শুভদা। হ্যাঁ—

সদা। বিয়ে না দিলে তো আর ভাল দেখায় না।

শুভদা। কবে ফুল ফুটবে—মা দুর্গাই জানেন?

সদা। বলি মা দুর্গা তো আর বিয়ে ঠিক করে দেবেন না—? আমাদের সারদার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করলে কী রকম হয়—?

শুভদা। সারদা—!

সদা। সারদার অমত নেই।

শুভদা। কিন্তু ওর বাবা মস্ত লোক! তাঁর কী মত হবে?

সদা। তার মত হলে আপনার তো আর অমত নেই!

শুভদা। আমার ছলনার কী এতো ভাগ্যি—যে ঐরকম বরের গলায় মালা দেবে—?

সদা। দেখা যাক্—এ সদা পাগলার হাতযশ কতোখানি।

* * *

শারদার বাবা হরমোহনের বাড়ী—হরমোহন ও সদানন্দ।

হর। মেয়ে খুব চমৎকার—তা আমি জানি—! কিন্তু হারাণের অবস্থা—

সদা। আজ্ঞে ভাল নয়—

হর। কিন্তু শুধু হাতে তো আর মেয়ের বিয়ে হয় না—?

সদা। আজ্ঞে, তাই কখনও হয়—?

হর। মেয়ের বিয়েতে কিছু খরচ আছেই—

সদা। অবশ্য—!

হর। কি দিতে পারবে ?

সদা। অবস্থা বুঝে আপনি যা আদেশ করবেন—তাই দিতে হবে।

হর। হুঁ। নগদ এক হাজার টাকা না পেলে আমার মর্য্যাদা থাকবে না।

সদা। (হাসিয়া) আজ্ঞে—তাই হবে!

হর। অবশ্য তার ওপরে ধরো—অন্ততঃ দশ ভরি সোনা—

সদা। অবশ্য—

হর। দান-সামগ্রী বরাভরণ—

সদা। আজ্ঞে সে বিষয়ে কোন ক্রুটী হবে না।

হর। আর দেনা পাওনা একটা লেখাপড়া হওয়া প্রয়োজন ?

সদা। নিশ্চয়ই! তবে সেটা আমার সঙ্গে হবে। অর্থাৎ আমিই জামিন থাকবো—আপনার পাওনার জন্যে। আমার অবস্থা আপনি জানেন।

হর। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তুমি যখন এর মধ্যে আছো তখন তো আর কোন কথাই নেই। এখন শুভস্য শীঘ্রং—

সদা। আজ্ঞে যেদিন আপনি ঠিক করবেন। তবে একটা কথা—এই দেনা-পাওনার কথা আপনি ছাড়া আর তৃতীয় পক্ষ কেউ জানবেনা!

হর। (হাসিয়া) তুমি যেমন নিঃশব্দে দান করবে, আমিও তেমনি নিঃশব্দে গ্রহণ করবো। সে জন্য তুমি কোন চিন্তা কোরোনা।

সদা। আজ্ঞে চিন্তা আমার নেই। সব চিন্তার জলাঞ্জলি দিইছি!

*   *   *

শানাই এর শব্দ আর মেয়েদের হুলুধ্বনির মধ্যে সারদার সঙ্গে ছলনার বিয়ে হয়ে গেলো।

হরমোহণের বাড়ী। সারদার ঘর। ফুলশয্যার খাট ছলনা ও সারদা।

তার মনোমত সব গয়না গায় দিয়ে রাজরাণীর মত বসে আছে ছলনা।

সারদা। অমন পদ্মফুলের মত মুখখানা বিষন্ন কেন? মার জন্যে মন কেমন করছে—?

ছলনা। না, দিদির জন্যে। দিদি বলেছিলো তুই রাজরাণী হবি।

ছলনার চোখের জল আর বাধা মানলো না।

*   *   *

সুরেন্দ্রনাথের বজরা। মালতীর কামরা।

শয্যাশায়িতা মালতীব চোখের জল যেন আর বাধা মানলো না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন

সুরেন্দ্র। কেমন আছো মালতী—?

মালতী। ভাল আছি। (চোখ মুছিল)

সুরেন্দ্র। কাঁদছিলে বুঝি—?

মালতী। কাঁদতে আমি চাইনে—তবুও মাঝে মাঝে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে।

সুরেন্দ্র। বাড়ীর কথা মনে প'ড়ে—?

মালতী। পূর্ব্বজন্মের কথা মনে প'ড়ে—।

সুরেন্দ্র। পূর্ব্বজন্ম—?

মালতী। আমার পূর্ব্বজন্মের মা, বাবা, ভাই, বোন পিসীমা—

সুরেন্দ্র। মা, বাবা, ভাই, বোন, পিসীমা—

মালতী। সব চেয়ে মনে পড়ে মাধু আর সদাদার কথা।

সুরেন্দ্র। মাধু আর সদাদাদা—। তাদের একবার সন্ধান করে দেখলে হয় না—?

মালতী। কেমন করে হয়? আমি যে তাদের কাছে মরে গেছি—!

সুরেন্দ্র। (বুঝিয়া) মরে গিয়েও তাঁদের কথা ভুলতে পারোনি?

মালতী। তাদের ভুলে যাওয়া যায় না!

সুরেন্দ্র। তোমাকে যখন জল থেকে তুলি তখন তুমি আমার গলা ধরে প্রথম কী কথা বলেছিলে—মনে পড়ে?

মালতী। না।

সুরেন্দ্র। বলেছিলে—সদাদা তোমার ওপর সব ভার রহিলো।

মালতী। আর কী বলেছিলাম—?

সুরেন্দ্র। আর বলেছিলে—'মা তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—আমি এদের জন্য সব করবো!

মালতী। মনে নেই—! (চোখ মুছিল)

সুরেন্দ্র। সদাদা কে—?

মালতী। আমার আর জন্মের এক পাগলা ভাই—।

সুরেন্দ্র। তুমি তাকে বুঝি খুব ভালবাসতে—?

মালতী। সে ছিলো আমার একাধারে মা, বাপ, ভাই, বন্ধু সব—

সুরেন্দ্র। আর তিনি সদাদা তোমায় খুব ভালবাসতেন—না?

মালতী। বল্‌তো আমরা পিঠজোড়া যমজ ভাইবোন!

সুরেন্দ্র। মাধু কে? তোমার ছোট ভাই—?

মালতী। আমার সব চেয়ে আদরের ডল পুতুল—!

সুরেন্দ্র। তুমি জানো, আমি জমিদার—?

মালতী। শুনেছি—

সুরেন্দ্র। বামুন গাঁয়ের ভগবান নন্দী আমার পাওনাদার—

মালতী নিরুত্তর

সুরেন্দ্র। হলুদপুরও আমার জমিদারীর মধ্যে!

মালতী। হলুদপুর—! (কোন কৌতূহল নেই তার কথায়।)

সুরেন্দ্র। লোক বল, অর্থ বল দুই-ই আমার আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম—হলুদপুর বা বামুন গাঁয়ের ঘাটে কোন নৌকাডুবি হয় নি। তবে হলুদপুরে হারাণ মুখুয্যের বড় মেয়ে বিধবা ললনা সংসারের দুঃখে জলে ডুবে মরেছে।

মালতী। গাঁয়ের লোকে কেমন করে জানলো—?

সুরেন্দ্র। তার নাম লেখা কাপড়খানা দেখে! কিন্তু মালতী, ললনা কী সত্যিই মরেছে?

মালতী। গাঁয়ের লোক যখন তাই বলছে—তখন নিশ্চয়ই তাই!

সুরেন্দ্র। ললনা তাহলে তো আর জীবনে ফিরিবে না?

মালতী। মরে গেলে তো আর জীবনে ফেরা যায় না—?

সুরেন্দ্র। মা-বাবা ভাই-বোন পিসীমা—মাধু সদাদা—?

মালতী। তারা সব বেঁচে আছে ?

সুরেন্দ্র। আছে—।

মালতী। আমরা কবে কলকাতায় পৌঁছুবো—?

সুরেন্দ্র। আমরা কলকাতায় পৌঁছে গেছি—

মালতী। পৌঁছে গেছি—!

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ। তুমি কী এখানে নিশ্চয়ই নেমে যাবে—?

মালতী। হ্যাঁ—

সুরেন্দ্র। কিন্তু আমি এতো বড় শহরে এই অসহায় অবস্থায় একটা মেয়েকে কেমন করে ছেড়ে দেবো—? আমারও তো একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে—?

মালতী। কিন্তু কী অধিকারে আমি এখানে থাকবো।

সুরেন্দ্র। আমি জমিদার। জোর করে আমি নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠা না করলে কারো কোন অধিকার জন্মায় না !

মালতী। আপনি দেবতা ! দয়া করে আমায় বাঁচিয়েছেন —আশ্রয় দিয়েছেন, লজ্জা রক্ষা করেছেন। তার জন্যে জন্ম জন্ম আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু সত্যিই তো আমি আপনার কেউ নয়—?

সুরেন্দ্র। আমার এখানে থাকবার অধিকার তোমার আছে কিনা আমি জানিনে। তবে তোমাকে রাখিবার অধিকার আমার আছে—! আমি যদি বলি, যে প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি—তার ওপর সব চেয়ে বেশী দাবী আমার !

ম। আমি জানি—আপনি তা কখনও বল্‌বেন না—!

সুরেন্দ্র। কেমন করে জান্‌লে—?

মালতী। সদাদা কখনও বল্‌তো না! আর আপনি আমার সদাদারই আশীর্ব্বাদ—!

সুরেন্দ্র। বেশ! তোমার শরীরটা আরও একটু সুস্থ হোক। তারপর কলকাতার ভেতরটা একবার দেখে এসো। নিশ্চিত ত্যাগ করে অনিশ্চিত যদি ভাল লাগে আমি বারণ কর্‌বো না।

* * *

হারাণের বাড়ী—সদানন্দের দৌলতে বাড়ীর চেহারা ফিরে গেছে। রাসমণি ও শুভদা কুটনো কুটছেন।

রাসমণি। আজ কতদিন হলো মুখপোড়ার একবার দেখা নেই। তোর মেয়ের বিয়ে—তুই বেঁচে থাকতে কন্যে সম্প্রদান কর্‌তে হলো কি-না আমাকে! অলপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা—

শুভদা। দিদি!

একটা বড় মাছ ও অনেক জিনিষ লইয়া সদানন্দের প্রবেশ

সদা। ওমা জননী—! এই নাও—

শুভদা। অতো বড় মাছ—আর এতো তরকারী পাতি—

সদা। না! বিটীকে নিয়ে আর পারিনে! বলি আজ মেয়ে জামাই আসবে না?—তোমার বেয়াইকেও যে নিমন্ত্রণ করে এলাম! নতুন জামাইকে দেখতে পাড়ার দু পাঁচটা মেয়ে আস্‌বে। আজ মাছের দাগা—দই মিষ্টি—নইলে চলবে কেন? বলি হারাণ কাকার একটা মান আছে তো—?

শুভদা। কিন্তু তুমি বাবা আর কতো ভার বইবে!

সদা। যে ভার আমায় সে দিয়ে গেছে—সে ভার যে আমায় বইতেই হবে, মা জননী। ঘাড় আমার খুব শক্ত! যতো

ভারী জোয়ালই হোক না—বয়ে চল্‌বো ঠিক! (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস) মা—আমায় ঘুরাবি কতো, ও চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত! (বাইরের শব্দ) ঐ তোমার মেয়ে জামাই এসে পড়্‌লো! উঠো—যাও—
সদানন্দর প্রস্থান—

সালঙ্কারা, সুসজ্জিতা ছলনা ও সারদার প্রবেশ—

তারা শুভদাকে প্রণাম করিল।

ছলনা। মাধু কেমন আছে, মা?

শুভদা। সেই একরকম! সারদাকে নিয়ে ওপরে গিয়ে বসাতো, মা। যাও বাবা!

ছলনা। (ইঙ্গিতে সারদাকে) এসো (উভয়ের প্রস্থান)

হরমোহন দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কই আমাদের বেয়ানঠাকুরুণ কই"—

হরমোহনের প্রবেশ—শুভদা ঘোমটা দিল ও প্রণাম করিল।

সদানন্দের প্রবেশ—

হর। আপনার মেয়ে জামাই পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এখন আমার ছুটি—

সদা। (রূপো বাঁধানো হুঁকো বেয়াইএর হাতে দিয়া)—ছুটী বল্লেই কী ছুটী হয়—হরমোহন বাবু! মা আজ আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবেন না। রুই মাছের মাথা, চিনিপাতা দই, আর রামচরণের খেজুর মোণ্ডা—আপনি খেতে ভালবাসেন জেনে—মা অন্নপূর্ণা আগের থেকে সব ব্যবস্থা করেছেন!

হর। তাই নাকি! তাহলে তো আমার নতুন বেয়ানের মনে দুঃখ দেওয়া ঠিক হবে না—সদানন্দ ?

সদা। আপনি মহাশয় লোক! ঠিক বলেছেন। চলুন বাইরে একখানা শ্যামা সঙ্গীত শোনাইগে !

* * *

মাধুর ঘর। মাধু ও ছলনা।

মাধু। (ছলনার গায়ে হাত দিতে দিতে) এ—সব গয়না তোর ছোড়দি ?

ছলনা। হাঁা, ভাই !

মাধু। দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ! এসব বড়দি পাঠিয়ে দিয়েছে।

ছলনা। তোর জন্য কতো খেলনা এনেছি, মাধু—

মাধু। (উদাসীন ভাবে) ঐখানে রেখে দেগে—।

(পাশ ফিরিয়া শুইলো)

কতকগুলি মেয়ের প্রবেশ—

একজন। ছলি, তোর বর দেখতে এলাম !

ছলনা। (হাসিয়া উঠিয়া তাদের হাত ধরিল) দেখিস্—দেখ্ ভাই—কিন্তু লোভ করিসনে যেন—আমি ভাই দিতে পারবো না !

একজন। বলিস কিরে এর মধ্যেই এতোখানি—!

তাহারা সকলে একসঙ্গে পাশের ঘরে বিছানায় উপবিষ্ট সারদার কাছে গেলো।

ছলনা। আমার বন্ধুরা সব তোমায় দেখতে এসেছে।

* * *

মাধুর ঘর। বেদানা আর আঙুর হাতে করিয়া সদানন্দের প্রবেশ।

সদা। তোমার বেদানা আর আঙুর মাধু—!

মাধু। ঐখানে রেখে দাও, সদাদা। আমার আর ওসব খেতে ইচ্ছে করে না।

সদা। কেন ভাই—?

মাধু। কী জানি—আচ্ছা, সদাদা—দিদি এতো দেরী করছে কেন—?

সদা। কিসের দেরী ভাই ?

মাধু। আমায় নিয়ে যেতে : দিদি বলেছিলো—সময় হলেই নিয়ে যাবে—আমার সময় কী এখনও হয় নি ?

সদা। তার সময় হইছিলো—সে চলে গেলো—। তোর সময় হলে তুই চলে যাবি! আমার সময় কবে হবে। আমি কী নিয়ে থাকবো—!

মাধু। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে, সদাদা—? বেশ হবে! আমি, তুমি, দিদি—সব একসঙ্গে থাকবো। তার পর মা যাবে। কেমন ?

সদা। (স্বগতঃ) ওরে শিশু—। আমায় যদি সে নিয়েই যাবে তবে এ পাগলাকে কী এমন করে ফেলে যেতে পারে! চোখের মণি চলে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়—আমি যে তাই। সারা পৃথিবীতে কোথাও আর আলো নেই।

*   *   *

দূরে এক গ্রামের ধারে হারাণ সন্ন্যাসী সাজিয়া ধূনী জ্বালাইয়া গাঁজার কলকে চড়াইয়াছে, দু'চারজন নিম্নশ্রেণীর লোক সন্দর্শনে আসিয়াছে। সামনের একটা পাতা ন্যাকড়ায় দু'চারটি পয়সা ও মুঠো কয়েক চাল। একটি পল্লীকন্যা একটি সিধে দিয়ে তাকে প্রণাম করলো।

হারাণ। বোম্ বোম্ হর হর মহাদেব!

একজন। আমার কপালে কী সুখ হবে, বাবা?

হারাণ। সাধু সেবা লাগা—সুখ জরুর হোবে!

* * *

সুরেন্দ্রনাথের বজরা। মালতীর কক্ষ।

নর্ত্তকী জয়াবতীর প্রবেশ।

মালতী। আসুন।

জয়া। কেমন আছো, ভাই,—?

মালতী। ভাল আছি।

জয়া। অল্প কয়েক দিনের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা—ভাল করে পরিচয় হলো না!

মা। পরিচয় এক মুহূর্ত্তেও হয়—আবার সারা জীবনের আলাপেও মানুষ অচেনা থাকে!

জয়া। (হাসিয়া) তা বটে—! তবে তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, ভাই! তাই যাবার সময় তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম!

মা। আপনি—চলে যাচ্ছেন—?

জয়া। হ্যাঁ ভাই, মজরো করতে এসেছিলাম—কাজ ফুরিয়ে গেছে, তাই।

মা। আপনি বুঝি এখানে থাকেন না?

জয়া। না। আমি থাকি কলকাতায়—।

মা। সুরেনবাবু আপনার—

জয়া। গুরুভাই। আমার গান-বাজনার ওস্তাদ—(ওঁরও ওস্তাদ।)

মা। আমি ভেবেছিলাম—

জয়া। (হাসিয়া) পয়সার বদলে গান শুনিয়ে নাচ দেখিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করা আমার পেশা। বুকের ওপরে আমাদের অনেকে জায়গা দেয়—কিন্তু মনের মধ্যে দেয় না। সে জায়গা থাকে তোমার মত মেয়েদের জন্যে।

মা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি নে!

জয়া। (হাসিয়া) ঝুটোর কারবার করি বলে—মনে করোনা যে সাচ্চা আমরা চিনিনে! যাবার সময় একটা কথা বলে যাই ভাই। যে স্রোতে ভাসৃতে ভাসৃতে এখানে এসে পড়েছো সে গঙ্গাজলের স্রোত নয় ভাই—অদৃষ্টের স্রোত। অদৃষ্টের দেওয়া সে আশ্রয় কখনও ইচ্ছে করে ছেড়ে যেওনা।

মা। কিন্তু থাকা না থাকা কী আমার ইচ্ছার ওপরে?

জয়া। জীবনের জোয়ারে সাতঘাটে ভেসে বেড়িয়ে শুধু এই টুকুই বুঝেছি যে জীবন শুধু বলিষ্ঠেরই জগৎ। দুহাত দিয়ে তাকে জোর করে ধরে না রাখলে পাওয়া যায় না—? চলি ভাই! সুরেনবাবুর শরীর ভাল নেই। একবার খোঁজ কোরো।

মা। শরীর ভাল নেই! কী হয়েছে তাঁর?

জয়া। যার জন্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন সেই বুকের অসুখটা—আবার বেড়েছে!

মা। এ অবস্থায় তাঁকে রেখে আপনার যাওয়া ভাল হবে?

জয়া। নর্ত্তকী—নার্স নয় ভাই! লোকে আমোদে আমাদের ডাকে, কষ্টের সময় ডাকেনা—! আর যাও বল্লে—আমাদের যেতেই হয়! তুমি আছো—এতে একটা ভরসা—যার জন্যে আশ্বস্ত হয়ে যেতে পারছি।

মা। আবার কবে দেখা হবে?

জয়া। তাকি বলা যায় ভাই। চলি—!

জয়া চলিয়া গেল—

মালতী জানালা দিয়া দেখিল—জালিবোটে জয়া, ওস্তাদ ও বন্ধুবর্গ সব চলিয়া যাইতেছে। মালতী উঠিয়া বাহিরে গেলো।

মালতীর সঙ্গে দেখা দ্বারওয়ানের—

দ্বার। মাইজি—বাবু আমাকে হুকুম দিয়েছেন—আপনি যখন যেখানে যাবেন—আপনাকে সেইখানে পৌঁছে দিতে।

মা। আচ্ছা—(মালতী বরাবর সুরেন্দ্রনাথের কামরায় ঢুকিল)

অসুস্থ সুরেন্দ্রনাথ শয্যায় শুয়ে আছেন—ধীরে ধীরে মালতী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্র। কে? মালতী! এসো বসো।
আমি কেবল ভাবছিলাম তোমায় ডেকে পাঠাবো!

মালতী। আপনার শরীর ভাল নেই?

সুরেন্দ্র। না।

মালতী। কী হয়েছে?

সুরেন্দ্র। অনেক দিনের পুরানো রোগ—যার জন্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম—সেইটে আবার বেড়েছে। শোন যে জন্যে তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছিলাম—

মালতী। একজন ভাল ডাক্তার ডাকতে পাঠালে হয় না?

সুরেন্দ্র। ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন—তাঁদের আর কিছু করবার নেই বলে। এখন প্রকৃতি যদি সারায় তবেই সারবে।

মালতী। কোন চিকিৎসা নেই—এ-রোগের?

সুরেন্দ্র। ওষুধের চেয়ে পথ্য,—আর শুশ্রূষাই হচ্ছে এর একমাত্র চিকিৎসা—!

মালতী। তার কী ব্যবস্থা করছেন—?

সুরেন্দ্র। (হাসিয়া) ঠাকুর, চাকর, দ্বারওয়ান, ব্যাঙ্কের টাকা আর ফৌজদারী দেওয়ানী লড়বার উকিল।

মালতী। এতো জমিদারী চালাবার ব্যবস্থা—কিন্তু আপনাকে দেখবার—? সে দায়িত্ব কার—?

সুরেন্দ্র। আমার ভাগ্য আর তার বিধাতার। না চাইতেই ভগবান অনেক ভাগ্য আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন—কিন্তু তাতে তৃপ্তির বদলে অতৃপ্তিই আমার বেড়ে গেছে। আমি যা চেয়েছিলাম তা পাইনি—আর যা পেইছি—তা চাইনি!

মালতী। বেশী কষ্ট হচ্ছে—?

সুরেন্দ্র। এখনও সহ্যের বাইরে যায় নি। শোন, যে কথা তোমায় বলছিলাম—

মালতী। কিন্তু এর চেয়ে বেশী বাড়লে কী হবে?

সুরেন্দ্র। সহ্য করতে হবে আর অসহ্য হলে চেঁচাতে হবে। আমি হয়তো কদিন আর উঠতে পারবো না। এইটে রাখো (একখানা মোটা লম্বা খাম দিলো) ধরো—

মালতী। (লইয়া) এটা কী—?

সুরেন্দ্র। কিছু টাকা আর গোটাকতক ঠিকানা আছে। এখান থেকে চলে গেলে তোমার দরকার লাগতে পারে মনে করে দিইছি। আর যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয় তবে আমায় খবর দিতে বা বরাবর চলে আসতে সঙ্কোচবোধ কোরো না। আমার ঘরের আর মনের দরজা চিরদিন তোমার জন্যে খোলা রইলো। তোমার মার নামে আমি মাসে মাসে ১০০৲ টাকা করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিইছি!

মালতী। কেন—?

সুরেন্দ্র। ভগবান আমার হাত দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়েছেন—ভগবানের ইঙ্গিত আমি মেনে নিলাম! ভাবলাম যাদের জন্যে তুমি মরছিলে—তোমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁচানো-ও আমার দায়িত্ব।

মালতী। (চোখের জলে) তবে আমায় কেন যেতে দিচ্ছো?

সুরেন্দ্র। অর্থ-প্রতাপ-প্রতিপত্তি সব আমার আছে। কিন্তু জোর করে পেতে গিয়ে জীবনে আমার কিছুই পাওয়া হয়নি, মালতী! তাই আজ যা সবচেয়ে বেশী করে পেতে চাই, আর জোর করে পাবার চেষ্টা করবো না। (একটু থামিয়া) যাবার সময় জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যেও।

[মালতী জানলা বন্ধ করে দিলো ; কিন্তু গেলোনা। সুরেন্দ্রনাথের পাশে বসলো। জল আছড়ে পড়তে লাগলো—বজরার গায়ে।]

সুরেন্দ্র। তুমি যাওনি এখনও মালতী ?

মালতী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি যাবো না—?

সুরেন্দ্র। কী পরিচয়ে আমার কাছে থাকবে ? স্ত্রী না—স্ত্রীলোক, বণিতা না গণিকা—?

মালতী। যে পরিচয় তুমি আমায় দেবে! কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। শুধু—তোমার কাছে আমায় থাকতে দিও। সদানন্দদা বলতো ভালবাসা বিনিসূতোর মালা! কোন পরিচয়েরই সে অপেক্ষা রাখে না।

সুরেন্দ্র। মালতী—!

মালতী। বলো—

সুরেন্দ্র। আমার বুকের ওপর তোমার মুখটা রেখে দেখতো—ওখানে যে দপদপানি উঠ্‌ছে সেটা অসুখের না আনন্দের !

[মালতী সুরেন্দ্রনাথের বুকে মাথা রাখিল]

* * *

বজরার ওপরে।

দ্বারওয়ান। এ মাঝি ভাই—

মাঝি। কী দ্বারওয়ানজী !

দ্বারওয়ান। বাবুর হুকুম—বজরা ভাসাতে হলুদপুর বামুন পাড়ার দিকে।

বজরা হলুদপুরের দিকে চললো—

* * *

হলুদপুরের ঘাটের ওপারে বজরা, এপারে যেখানে ললনার কাপড় পাওয়া গিছলো—সেইখানে বসে সদাপাগলা গান গাইছে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

আমি আর বাইতাম পারলাম না।"

তখন সন্ধ্যা—সঙ্গে আছে সারদা। বজরার কামরায় বসে সদানন্দের গল মালতীর কানে এসে পৌছুলো—

সে জানালা খুলে জ্যোৎস্না আলোতে দেখতে লাগলো! দূরে সদানন্দ গান গাইছে—পাশে সারদা—

তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগলে—তার বাড়ীর লোকদের ছবি। মাধু, ছলনা, শুভদা,—তার চোখে জল এসে পড়লো।

সুরেন্দ্রনাথের প্রবেশ—

সুরেন্দ্র। একি! আবার কাঁদছো! চোখের জল মোছাবার জন্যে—আমাকে সর্ব্বদা হাজির থাকতে হবে দেখছি।

মালতী। গান শুন্‌তে শুন্‌তে চোখে জল এসে পড়লো?

সুরেন্দ্র। কে গান গাইছে?

মালতী। ললনার পাগলা ভাই সদাদা!

সুরেন্দ্র। যাবে তার সঙ্গে দেখা করতে—?

মালতী। ললনা তো মরে গেছে—!

সুরেন্দ্র। (হাসিয়া) তুমি তা হলে কে—?

মালতী। মালতী!

সুরেন্দ্র। বিধবার বিয়ে হওয়া অসামাজিক হতে পারে, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নয়।

মালতী। অশাস্ত্রীয় কাজ করলে ততোখানি দোষ নয়

যতখানি দোষ অসামাজিক কাজ করলে! বাঁচতে আমি চাইনে আর তাদের কাছে। আমি শুধু চাই—যাদের জন্য মরেছি—তারা যেন বেঁচে থাকে!

*　　　*　　　*

হারাণের বাড়ী। মাধুর ঘর। ডাক্তার মাধুকে দেখছে। পাশে সদানন্দ—মাধুর মাথার কাছে শুভদা।

ডাক্তার। ওষুধটা এখনি খাইয়ে দিন।

সদানন্দ ও ডাক্তার বাইরে গেলো—

ডাক্তার। অবস্থা খুবই খারাপ—আর বেশীক্ষণ নেই!

মাধু। (জ্বরের ঘোরে) দিদি! দিদি! মা দিদি আসছে না কেন? সদাদা—!

[শুভদা কাঁদিয়া উঠিলেন। "দিদি, দিদি করেই বাছার আমার প্রাণটা গেলো! দিদিরও ছিলো তেমনি—ভাই নয়তো যেন গলার হার!"]

সদা। (আসিয়া)—তুমি একটু নীচে যাওনা—আমি ততোক্ষণ একটু বসি।

মাধু। দিদি! দিদি! সদাদা—!

সদা। কী ভাই, মাধু—?

মাধু। দিদি এতো দেরী করছে কেন আমায় নিয়ে যেতে। আমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে না!

সদা। দিদির কাছে গেলে আর কোন কষ্ট থাকবেনা, ভাই।

মাধু। (ক্ষীণ হাসি হাসিয়া) দিদি বলেছে সেখানে গেলে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু আমার যে একলা যেতে ভয় করছে। সব আলো নিভিয়ে দিলে কেন—!

কী ভীষণ অন্ধকার। সদাদা—দিদি!

সদা। এই যে ভাই—! মাধু! মাধু! মাধু!

মাধু। মা!—মা! সদাদা—দিদি এসেছে! দিদি এসেছে সদাদা! যাই—মা! দিদি! যাই—!

শুভদা। কী হলো! কী হলো সদানন্দ—?

সদা। দীপ নিভে গেল মা! অন্ধকারে যেতে ভয় করছিলো বলে তার দিদি জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে এসে তাকে আলো দেখিয়ে নিয়ে গেলো!

শুভদা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) মাধুরে, বাবা!

সদা। কাঁদ মা-জননী—খুব জোরে, যেন সে শুনতে পায়—কাঁদ্ সদা পাগলা! কাঁদ্!

* * *

ধুনী জ্বালিয়ে—সাধুবেশী হারাণ ধোঁয়া ছাড়ছে।

* * *

বজরা চলেছে পাল ভরে। দূরে পড়ে থাকলো হলুদগাঁর ঘাট।

* * *

শ্মশানে সদানন্দ আর সারদা—চিতা ধুয়ে জল দিচ্ছে—"বল হরি—হরি বোল!"

* * *

স্নানঘাট।

মোক্ষ ও কেষ্টঠাকুরুণ—ক্ষীণা রুগ্না শুভদা জল নিয়ে যাচ্ছে।

কেষ্ট। আহাহা!—শুভদাকে দেখলে বুকটা ফেটে যায়! অমন অদৃষ্ট যেন শত্রুর না হয়!

মোক্ষ। হারাণ মুখুজ্যে তো নিরুদ্দেশ! না—কেষ্টদি?

কেষ্ট। শুনেছি তো সন্নিসি হয়ে গেছে!

শুনিতে শুনিতে শুভদা বাড়ীর দিকে আসিলেন।

*   *   *   *

হারাণের বাড়ী—পিয়ন ঢুকিল।

পিয়ন। শুভদাসুন্দরী দেবীর নামে মণিঅর্ডার আছে।

শুভদা সুন্দরী দেবী—

শুভদা। কী বাবা!

পিয়ন। শুভদা সুন্দরী দেবীর নামে ১০০৲ টাকা মাণিঅর্ডার আছে।

শুভদা। আমার নামে!

পিয়ন। সই করে টাকা নিন্।

শুভদা। সই করে টাকা নেব!

পিয়ন। কালী কলম আনুন।

শুভদা। কালী কলমতো বাড়ীতে নেই।

পিয়ন। সেকি? বামনবাড়ী, কালীকলম নেই! আপনাদের পড়ুয়া ছেলেমেয়ে নেই!

শুভদা। দাঁড়াও বাবা মনে পড়েছে!

শুভদা উপরে গেলা। যেখানে মাধবের দোয়াত কলম খাতা শ্লেট বোধদয় ধারাপাত থাকতো। ঠিক তেমনি সাজানো আছে। শুভদার চক্ষু ভরিয়া জল আসিল খাতায় ওপরে মাধবের নাম দেখিয়া।

সে দোয়াত কলম নিয়া নিচে আসিল ও সই করিয়া টাকা নিল।

শুভদা। কে টাকা পাঠিয়েছেন—?

পিয়ন। মালতী দেবী—নারায়ণপুর। গুনে নেন্ দশ টাকার দশ খানি নোট—এই চিঠি—(পিওন চলিয়া গেল)

টাকা হাতে শুভদা পাথরের মত নিশ্চল বসিয়া থাকিল।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদা। কী হলো, মা অমন করে বসে যে—

শুভদা। পিয়ন এসে এই ১০০্ টাকা দিয়ে গেলো—আমার নামে এসেছে!

সদা। একশো টাকা! কে পাঠিয়েছে?

শুভদা। মালতী দেবী, জমিদার বাড়ী—পোঃ নারায়ণপুর। আমি তো ওনামে কাউকে চিনিনে, বাবা? বোধ হয় ভুল করে আর কারোর টাকা আমার নামে এসেছে। তুমি টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো বাবা?

সদা। এখন রেখে দিন—ফেরৎ দেবার হয় তো ফেরৎ দেবো!

* * * *

নারায়ণপুর—কাছারী বাড়ী।

সদানন্দ ও নায়েব—পাশে সুরেন্দ্রনাথ।

নায়েব। হাঁ, আমিই নারায়ণপুরের নায়েব! শুভদা দেবীর নামে ১০০্ টাকা আমিই পাঠিয়েছিলাম—মালতীদেবীর নাম দিয়ে আমার মুনিবের হুকুমে।

সদা। মালতী দেবী বা কে—? আর আপনার মুনিবই বা কে?

নায়েব। আমার মুনিব জমিদার—সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মালতী দেবী তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী!

নায়েব। মুনিবের হুকুম—! যতোদিন আমাদের জমিদারী থাকবে বা শুভদা দেবী বেঁচে থাকবেন—ততোদিন তাঁর নামে মাসে ১০০৲ টাকা করে যাবে।

সদা। হঠাৎ আপনার মুনিব এই হুকুম দিলেন কেন?

নায়েব। হুকুম তামিল করা আমার কাজ, হুকুমের কৈফিয়ৎ নেওয়া আমার অধিকারের বাইরে চক্কোত্তি মশাই—

সদা। আপনার মুনিব জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারে?

নায়েব। আমি খবর পাঠাতে পারি। তবে দেখা করা না করা তাঁর ইচ্ছে!

সদা। তবে তাই পাঠান—

নায়েব উঠিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসিলেন।

সুরেন। মনে করুন, সদানন্দ বাবু, এ টাকা ললনাই পাঠিয়েছে—তার মাকে।

সদা। তা কেমন করে সম্ভব? সে তো নেই!

সুরেন। তার কাপড় খানা পাওয়া গিছলো,—মৃত দেহ তো আর পাওয়া যায় নি? এওতো হতে পারে সে বেঁচে আছে?

সদা। না সে বেঁচে নেই—বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই আমাকে জানাতো!

সুরেন। হয়তো তার লজ্জা করে—

সদা। আমি ললনাকে জানি—লজ্জার কাজ সে কখনও করবে না। আর আমার কাছে তার কোনও লজ্জাই নেই।

সুরেন। (আর)এওতো হতে পারে—যে আপনার আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তার জীবনে ফলেছে! সে বেঁচে আছে সুখে আছে—যে মা, ভাই, বনের জন্য সে মরে যেতে পারতো তাদেরই সুখে রাখবার জন্য টাকা পাঠাচ্ছে! শুভদা দেবী, মাধু, ছলনা—হারাণ বাবু, রাসমণি দেবী—

সদা। আপনার নাম—?

সুরেন্দ্র। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

সদা। আপনি হারাণবাবু সম্বন্ধে এতো কথা জানলেন কী করে?

সুরেন্দ্র। ললনা আমাকে বলেছে—

সদা। ললনা বেঁচে নেই—সে মরেছে—

সুরেন্দ্র। সে মরেনি—সুখে আছে—

সদা। সে স্বর্গে গিয়েছে—

সদানন্দ যাইতে উদ্যত হইল।

সুরেন্দ্র। সদানন্দ বাবু, একটু দাঁড়ান—

সদা। না।

সুরেন্দ্র। তার পাগলা ভাই সদাদাদাকে মালতী ভোলেনি।

সদা। (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া) যদি কখনও তার সঙ্গে দেখা হয়—(তবে)বলবেন তার (কথামতো) সদাদা সব ভার নিয়েছে। ছলনার বিয়ে হয়েছে—সারদার সঙ্গে।

সুরেন্দ্র। আর মাধু—?

সদা। মাধু—? মাধু ভাল আছে—আর বলবেন তার

পাগলা ভাই সদাদা—তাকে অনেক অ-নেক আশীর্ব্বাদ করে গেছে।

সুরেন্দ্র। আর একটু দাঁড়ান—(সুরেন্দ্র প্রণাম করিল)

আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে সদা—চোখ বুজিয়া হাত উঁচু করিল। চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিল—সুরেন্দ্রের পাশে দাঁড়াইয়া—ললনা তাঁহার পায়ের নিকট হইতে মাথা তুলিতেছে।

সদা। (আবিষ্টের মতো একদৃষ্টে চাহিয়া।) তুমি—তুমি কে?

ললনা। আমি মালতী—ইনি আমার স্বামী—

সদা। কিন্তু আমি কে?

মালতী। ললনার জন্ম জন্মান্তরের মার পেটের যমজ ভাই।

সদা। (সুরেন্দ্রনাথ ও ললনাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া—হাসিকান্নার সঙ্গে) ওরে আজ আমার সোনার শতদল সূর্য্যমুখী হয়ে ফুটে উঠেছে—। সদাপাগলা তোর স্নেহের তপস্যা সার্থক—!

মালতী। কিন্তু—

সদা। (উচ্চ হাস্যে) সকলকে বলবো—ললনা স্বর্গে গেছে। ললনা তো সত্যি স্বর্গে গেছে।

ললনা। আর একটা কথা সদাদা? (সদানন্দ দাঁড়াইল) বাবা, মা কেমন আছেন?

সদানন্দ। সেই একরকম—

ললনা। ছলনা—?

সদা। রাজরাণী—! সারদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে!

ললনা। আর আমার মাধু—?

সদা। মাধু—? মাধু! সব ভাল আছেরে—সব ভাল আছে। সেখানে কেউ খারাপ থাকে না। (দ্রুত প্রস্থান)

ললনা। ও কথা বল্লে কেন সদাদা? মাধুর জন্যে মনটা কেমন হয়ে গেলো—!

সুরেন্দ্র। যাবে মাধুকে দেখতে?

ললনা। যাবো—।

সুরেন্দ্র। নিশ্চই যাবে আমার সঙ্গে। মা বাবাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসবো—।

ললনা। তাই চলো—তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো।

* * *

হারাণের বাড়ী—শুভদা উনুনপাড়ে—কাল সন্ধ্যা সন্ন্যাসীবেশী হারাণ চোরের মত বাড়ী ঢুকছে! কার যেন পায়ের শব্দ পেয়ে সে অন্ধকারে আত্মগোপন করলো।

শুভদার চোখের ওপর দিয়ে ছবি ভেসে যাচ্ছে ললনা—মাধু—হারাণ—

ললনা বলছে—ভগবানের নামে তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—আমি এদের জন্য সব করবো।

মাধু বলছে—দিদি এখনও আসছে না কেন? দিদি! দিদি! মা—সদাদা—দিদি এসেছে!

সদানন্দের প্রবেশ—

সদা। মা! জননী—(হাস্য)

শুভদা। হাসছো, কেন—বাবা সদানন্দ?

সদা। তোমার বাবা সদানন্দ হাসছে—মনের আনন্দে! এই নাও টাকা—কে পাঠিয়েছে কেন খবর পাওয়া গেলো না।

শুভদা। কোন খবর পাওয়া গেলো না?

সদা। আরে মর্ত্তে থেকে কী স্বর্গের খবর পাওয়া যায়—? এ টাকা এসেছে স্বর্গ থেকে—মাসে মাসে আসবে।

শুভদা। মাসে মাসে আসবে—?

সদা। হাঁা গো মা জননী—

শুভদা। কে পাঠাবে—?

সদা। স্বর্গে গেছে যে—সে—।

শুভদা। কী বলছো তুমি সদানন্দ?

সদা। আরে পাগলে কী না বলে—? জানো না—আমার নাম সদাপাগলা—। চিরদিনই ছিটগ্রস্ত আজ একটু বেশী—চড়ে উঠেছে আনন্দে! এই নাও টাকা! মাসে মাসে এলে সই করে নেবে!

শুভদা। মাসে মাসে এলে সই করে নেবো?

সদা। নেবে, নেবে, সদা পাগলার এই কথাটা রেখো মা জননী—! এই নাও—(টাকা দিলো)

শুভদা। এটাকা তুমি রেখে দাও, সদানন্দ! মাধু নেই, ললনা—নেই—উনিও নিরুদ্দেশ! আজ আমার টাকার কোন দরকার নেই—। যখন দিন কাটতো বাছাদের একবেলা খেয়ে—না খেয়ে—রোগা ছেলের মুখে একটু ওষুধপথ্যি জুটতো না—তখন তো টাকা আসেনি! আজ আমি টাকা নিয়ে কী করবো—কার জন্যে নেবো?

শুভদা টাকা ফেলিয়া দিল ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সদা। মা! মা মা!

* * *

গঙ্গার ঘাট।

সুরেন্দ্রনাথের বজরা। বজরায় ললনা ও সুরেন্দ্রনাথ।

ভিক্ষুকবেশী—হারাণের প্রবেশ।

হারাণ। জয় হোক্। রাণী—মা! আজ একাদশীর দিনে ব্রাহ্মণের হাতে একমুঠো দিয়ে যা—তোর সব মনবাসনা পূর্ণ হবে!

অবগুণ্ঠিতা ললনা—হারাণকে ভিক্ষা দিতে আসিল। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না। শুধু হাত দেখা যাইতেছে।

হারাণ। না, না—আমার আর ভিক্ষার দরকার নেই, মা—এইরকম দুটো হাত ঠিক এইরকম দুটো হাত—আমি ভিক্ষে চাইনে মা চাইনে—শুভদা! শুভদা!

হারাণ দৌড়িয়া চলিয়া গেল—ললনার হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র পড়িয়া গেলো, তাহার অবগুণ্ঠনও খসিয়া গেলো।

ললনা। বাবা—!

সুরেন্দ্র। বাবা—!

ললনা। আমার বাবা—

ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—

* * *

হারাণের বাড়ী। অসুস্থ শুভদাকে কবিরাজ দেখিয়া গেল—সদানন্দকে ডাকিয়া কবিরাজ গোপনে বলিল—

কবি। নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল—কখন কী হয় বলা যায় না! মকরধ্বজ যেন দেওয়া হয়।

শুভদা। সদানন্দ—!

সদানন্দ। কী কষ্ট হচ্ছে মা—?

শুভদা। কিছু না। আর কতো দেরী?

সদা। কাশী যাবে মা?

শুভদা। নারে বাবা, না! স্বর্গের দরজা যে আমার কাছে বন্ধ! এঁকে ফেলে রেখে আমি যে কোথাও যেতে পারবে না— !

—দূর হইতে হারাণের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—শুভদা— ! শুভদা—

হারাণের প্রবেশ ও শুভদার কাছে ছুটিয়া যাওয়া।

হারাণ। শুভদা— ! শুভদা— !

শুভদা। এসেছো এসেছো— ! ওগো আমার কাছে একটু বোসো—কতোদিন তোমায় দেখিনি— !

হারাণ। আমার সব অন্যায় ক্ষমা করো শুভদা—আমি তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাবো না!

শুভদা। মাধু নেই—ললনা নেই—তাও যে আমি মরতে পারিনি! সব সধবাই স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে চায়—কিন্তু আমি তাও চাইতে পারিনে! আমি তোমার আগে মারা গেলে কে তোমায় দেখবে? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি তুমি কতো খানি অসহায়— ! [হাঁপাইতে লাগিল]

হারাণ। শুভদা—! শুভদা!

শুভদা। (মৃত্যু যন্ত্রণায়) স্বামী, দেবতা, তোমার পায়ের ধুলো—আমার মাথায় দাও—মাধু—যাই—বাবা—যাই—

হারাণ। শুভদা। শুভদা—!

[ললনা ও সুরেণের প্রবেশ।]

ললনা। মা—! মা—! মা—!

সদা। মা! মা! দেখো—কে এসেছে! স্বর্গ থেকে এসো তোমার ললনা, রাজরাণী হয়ে—তাদের আশীর্ব্বাদ করো মা—;

শুভদা। ললনা—তুমি—!

[ললনা—আমার স্বামী।]

শুভদা সুরেন্দ্র ও ললনার হাত ধরিল

শুভদা। আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ—করি....

শুভদা ক্ষীণ কণ্ঠে আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল পারিল না। মৃত্যুর শীতল করস্পর্শে তাহার বিদগ্ধ জীবনের অবসান হইল!

ললনা। মা! মা!

সদা। মা! মাগো!

হারাণ। শুভদা—

* * *

গঙ্গার তীর—গান গাহিয়া সদানন্দ চিতায় জল ঢালিতেছে, চিতা ধুইয়া গান গাহিতে গাহিতে সদানন্দ চলিল—।

* * *

দূরে হারাণের হাত ধরিয়া ললনা ও সুরেন্দ্রনাথ বজরায় উঠিল।

* * *

গঙ্গার তীর দিয়া গান গাহিয়া চলে সদানন্দ—